খ. নগর প্রান্ত এলাকায় অবকাঠামো উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা

জমির মূল্য কম থাকায় মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্তরা নগরপ্রান্ত এলাকায় আবাসন নির্মাণের উদ্দেশ্যে ভূমি ক্রয় করে থাকে। কিন্তু পর্যাপ্ত অবকাঠামো না থাকায় তারা আবাসন নির্মাণ করতে পারে না। অবকাঠামো নির্মাণ করলে ঐ সমস্ত এলাকায় নগরায়ণ ত্বরান্বিত হবে এবং এতে মূল শহর এলাকায় ভূমির উপর চাপ কমবে। অবকাঠামোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো রাস্তা। মানসম্মত এবং পর্যাপ্ত প্রশস্ত রাস্তা তৈরী করতে হবে যাতে ভবিষ্যতে যান্ত্রিক যানবাহন সহজে চলাচল করতে পারে। এছাড়া পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও ড্রেনেজের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৫.৪.২ নতুন এলাকাকে পরিকল্পিত উন্নয়নের আওতায় আনা

ভবিষ্যৎ শহরকে পরিবেশ সম্মত ও বসবাস উপযোগী রাখার জন্য নতুন এলাকায় পরিকল্পিত উন্নয়নের উপর জোর দিতে হবে। এ জন্য ভবিষ্যৎ শহর এলাকার সমগ্র জমি হুকুম দখলের প্রয়োজন নেই। তবে উন্নয়ন হতে হবে সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত। পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগে অবকাঠামো এবং এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। এ জন্য প্রচলিত এবং অপ্রচলিত বিভিন্ন ধরনের এলাকা উন্নয়ন কৌশল ব্যবহার করা হবে। পরিকল্পিত উন্নয়নের লক্ষ্য হবেঃ

- শহর উন্নয়ন প্রকল্প থেকে সমগ্র উন্নয়ন ব্যয় পুনরুদ্ধার করা।
- সরকারী নগর উন্নয়ন সংস্থাসমূহকে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/উদ্যোক্তা এবং স্থানীয় কমিউনিটির সঙ্গে যৌথভাবে শহর উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।
- সকল আয়ের মানুষের ভূমি প্রাপ্তি এবং ভূমির মালিকানা নিশ্চিত করতে হবে।
- উৎপাদনমূখী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে।

উপরে উল্লেখিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য সকল স্থানীয় সরকার এবং উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা পরিবর্তন করতে হবে। এতদিন এ সমস্ত প্রতিষ্ঠান সরাসরি জনগণকে সুযোগ সুবিধা প্রদান করতো এখন থেকে তাদের সহায়কের ভূমিকা পালন করতে হবে। অন্যদিকে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং কমিউনিটি সংস্থাসমূহ সেবা প্রদানকারীর ভূমিকা পালন করবে। সরকারী উদ্যোগে উন্নয়ন করতে প্রচুর অর্থ ক্ষেপন হয় এবং অব্যবস্থার কারণে প্রচুর অপচয় হয়। এ ছাড়া এতে বিশেষ শ্রেণীর মানুষ বেশি সুবিধা ভোগ করে। সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগের ফলে সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে উন্নয়ন সুবিধা সুষমভাবে পৌঁছানো সম্ভব হবে। পরিকল্পিত এবং সুষম নগরোন্নয়নের জন্য দুই ধরণের পদ্ধতি ভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

ক. অবকাঠামো ভিত্তিক নগরোন্নয়ন উদ্যোগ

অবকাঠামো ভিত্তিক উন্নয়নের লক্ষ্য হচ্ছে মৌলিক অবকাঠামোগত সুযোগসুবিধা প্রদান করে বিশেষ বিশেষ এলাকায় নগরায়ণ ত্বরান্বিত করা। অবকাঠামোগত সুযোগসুবিধার মধ্যে আছে, রাস্তা, পানি, বিদ্যুৎ, ড্রেনেজ ইত্যাদি। সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থা এ গুলো প্রদান করবে এবং এই সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে বেসরকারী উদ্যোগে নির্মাণ ও স্থাপনা তৈরী হবে। তবে নতুনভাবে সরকারী-বেসরকারী বা সরকারী-কমিউনিটি উদ্যোগে অবকাঠামো নির্মাণের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। এতে সরকারী ব্যয় হ্রাস পাবে এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন সহজতর হবে। ভূমি হুকুম দখল বিড়ম্বনা থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে এবং ভূমির মালিকানা অক্ষুন্ন থাকবে। এজন্য উপযুক্ত পদ্ধতি উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। এ ছাড়া কমিউনিটি ভিত্তিক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। ল্যান্ড রিএডজাস্টমেন্ট বা গাইডেড ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট জাতীয় প্রকল্প গ্রহণ করে পরিকল্পিত উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়। এ ধরনের প্রকল্প অংশগ্রহণ ভিত্তিক হওয়ায় দ্রুত বাস্তবায়ন করা সম্ভব এবং ব্যয় পুনরুদ্ধারযোগ্য বলে নগরোন্নয়নে সরকারী ব্যয় যথেষ্ট হ্রাস পাবে।

খ. সরকারী উদ্যোগে প্রচলিত নগরোন্নয়ন অব্যাহত রাখা

সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি প্রচলিত ভূমি হুকুমদখল ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রমও চালু রাখতে হবে। শিল্প ও বাণিজ্যিক এলাকা উন্নয়ন, খেলার মাঠ, পার্ক ইত্যাদির উন্নয়ন, নিম্ন আয়ের বা দরিদ্র মানুষের আবাসন নির্মাণের জন্য এই উদ্যোগ চালু রাখতে হবে।

৫.৪.৩ এলাকা সংরক্ষণ ও সুরক্ষা

সিলেট শহর ও এর আশে পাশে উল্লেখযোগ্য কিছু প্রাকৃতিক ও প্রাচীন স্থাপনা রয়েছে যেগুলো পরিবেশগত এবং ঐতিহ্যগত কা সংরক্ষণ ও সুরক্ষিত করা প্রয়োজন।

ক. উত্তরের পাহাড় শ্রেণী

শহরের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত সবুজ পাহাড় সিলেটের জন্য এক বিরল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য। এছাড়া এখানে চা বাগান রয়ে একতদঞ্চলের মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ। এই দুই মিলিয়ে সিলেট শহরকে বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছে। এছাড়া এই এল ইকোলজিক্যাল ভারসাম্য রক্ষায়ও এই পাহাড় শ্রেণী বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। তাই যে কোন মূল্যে এই প্রাকৃতিক মহিম রাখতে হবে। পর্যটকদের জন্য এই এলাকা একটি বিশেষ আকর্ষণ।

খ. প্রধান প্রধান পুকুর ও লেক

ভূমির চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় শহরের পুকুরগুলো দ্রুত ভরাট হয়ে যাচ্ছে। ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার জন্য এ সমস্ত জলাশয় বি গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ এবং জরুরী অবস্থায় এগুলো স্থানীয় পানির প্রয়োজন মেটাতে কাজে লাগে। অগ্নি নির্বাপণের সময় পুকুরে কাজে লাগানো যেতে পারে। দৈনন্দিন কাজেও এই পানি ব্যবহার করা যায়। এতে সিটি কর্পোরেশনের সরবরাহকৃত পানির উ চাপ হ্রাস পাবে। এছাড়া চিত্তবিনোদনের জন্য উন্মুক্তাঞ্চল হিসাবেও এগুলো কাজে লাগানো যেতে পারে।

গ. প্রাচীন ঐতিহ্য

সিলেট যে সকল প্রাচীন ও ধর্মীয় ঐতিহ্যগত স্থাপনার জন্য বিখ্যাত সেগুলো সংরক্ষণ করা একটি জাতীয় দায়িত্ব। নিম্নে স্থাপন উল্লেখ করা হলো:

- হযরত শাহজালাল (রহ:), হযরত শাহ পরাণ (রহ:) ও অন্যান্য আউলিয়াদের মাজার।
- সুরমা নদীর শেখ ঘাট যেখানে হযরত শাহজালাল (রহ:) প্রথম অবতরণ করেছিলেন।
- সুরমা নদীর দক্ষিণে তের রতন এলাকায় হযরত বুরহানুদ্দিন (রহ:) এর মাজার।
- সিলেটের তিন কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে দূর্গ সাদৃশ শাহী ঈদগাহ।
- মুসলিম সাহিত্য সংসদের অফিস।
- ধোপা দীঘির পাড়ে এম এ জি ওসমানীর বাড়ী এবং যাদুঘর।
- রাজা গৌরগবিন্দের প্রাসাদ।
- মনিপুরের রাজার রাজপ্রাসাদ।
- মুরারীচাঁদ কলেজ ভবন।
- সুরমা নদীর উপর কীন ব্রিজসহ আমজাদ ঘড়ির টাওয়ার ও সংলগ্ন এলাকা।
- শেখ ঘাটে অবস্থিত খান বাহাদুর আবু নাসের মো:ইয়াহিয়ার বাড়ী।
- ওসমানী বিমানবন্দর সংলগ্ন মালনীছড়া, তারাপুর, ব্রাহ্মণশাসন ও মঙ্গলীছড়া চা বাগান।

ঘ. সুরমা নদী

সুরমা নদী সিলেট শহরের জন্য একটি অমূল্য সম্পদ যা এই শহরের উন্নয়নে বহুমুখী ভূমিকা পালন করে চলেছে। এটি যোগাযোগ, পানি সরবরাহের উৎস এবং ব্যস্ত শহরবাসীর চিত্তবিনোদনের স্থান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া এই নদীটি শহর সংলগ্ন এলাকার পানি নিষ্কাশনেরও অন্যতম স্থান। তাই সিলেট শহরবাসীর বহুবিধ উপকারের জন্য এই নদীকে সংরক্ষণ করতে এবং দূষণমুক্ত রাখতে হবে। এ জন্য এ নদীর পাড়ে শিল্প স্থাপন সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে।

৫.৫ স্ট্রাকচার প্ল্যানের নীতি ও সুপারিশমালা

আলোচ্য অংশে বিধৃত স্ট্রাকচার প্ল্যানের নীতি ও সুপারিশমালা আগামী ২০ বৎসর, অর্থাৎ ২০৩০ সাল পর্যন্ত প্রয়োগযোগ্য থাকবে। নীতিমালাগুলো মূলত শহরভিত্তিক প্রধান প্রধান সমস্যা ও ইস্যুকে কেন্দ্র করে প্রণয়ন করা হয়েছে। এগুলোর সঙ্গে ভবিষ্যৎ নগরোন্নয়নের সম্পর্ক রয়েছে। নীতিমালায় যে সমস্ত বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা হলো যাতায়াত, ড্রেনেজ, বর্জ্য নিষ্কাশন, শিল্প ও বাণিজ্যিক উন্নয়ন, গৃহায়ন, বিনোদনমূলক উন্মুক্ত এলাকা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নগর দারিদ্র।

৫.৫.১ নগরোন্নয়ন নীতিমালা

আলোচ্য নীতিমালার লক্ষ্য হচ্ছে বিদ্যমান নগর সমস্যাগুলোর সমাধান এবং ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সমস্যার মোকাবেলার জন্য এখনই ব্যবস্থা নেয়া। বিদ্যমান প্রধান প্রধান সমস্যা/ইস্যুর মধ্যে রয়েছে নিচু অথচ মূল্যবান জমি সংরক্ষণ, অবকাঠামো নির্মাণে তহবিলের অভাব, সঠিক স্থানে উন্নয়ন না হওয়া এবং উন্নয়নে যথার্থ দিক নির্দেশনার অভাব ইত্যাদি। ভবিষ্যৎ নগরোন্নয়ন এবং নগর সমস্যা মোকাবেলায় নিম্নবর্ণিত নীতি সুপারিশ করা হয়েছে:

নীতি- ইউএ/১: নগর ভূমির সুবিন্যস্ত ব্যবহার

যৌক্তিকতা: বর্তমানে শহর এলাকার ভূমি বিশৃঙ্খলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ ব্যবস্থা স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্মত নয়। এ অবস্থা চলতে থাকলে শহর ক্রমশ বসবাস অনুপোযোগী হয়ে পড়বে। সুষ্ঠু ও বসবাস উপযোগী শহর তৈরীর জন্য শহরের কর্মকাণ্ড সুবিন্যস্ত করতে হবে। এ জন্য ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা কার্যকর করে ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি : ইষ্ট বেঙ্গল বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন এ্যাক্ট ১৯৫২ এর আওতায় মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে।

নীতি-ইউএ:/২ : বিদ্যমান অপরিকল্পিত এলাকায় অবকাঠামো নির্মাণ।

অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা বিদ্যমান শহর এলাকায় অবকাঠামো নির্মাণ করে জনঘনত্ব বৃদ্ধি করতে হবে।

যৌক্তিকতা: অবকাঠামো নির্মাণের ফলে নগরায়ণ বৃদ্ধি পাবে এবং বিদ্যমান ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, পিডিবি, এলজিইডি, ডিপিএইচই।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি :

অবকাঠামো সংকট আছে এ ধরনের এলাকায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অবকাঠামো প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে এবং এ জন্য বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে। নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনের মাধ্যমে স্থানীয় কমিউনিটিকে উন্নয়ন অংশীদার হিসাবে নিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যেতে পারে এবং উন্নয়ন ব্যয় ভাগাভাগি করে নেয়া যেতে পারে।

নীতি- ইউএ/৩: অংশগ্রহণমূলক নগর উন্নয়ন প্রকল্পের প্রসার

নগর উন্নয়ন সংস্থাগুলির অংশগ্রহণমূলক এবং যৌথ বা পার্টনারশীপ নগর উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণে উদ্যোগী হওয়া উচিত। এ জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে। এ কাজে স্থানীয় কমিউনিটি ছাড়াও এনজিও এবং সিবিও সমূহকে যুক্ত করতে হবে। এ ভাবে সরকারী দায়িত্ব যৌথ দায়িত্বে পরিণত করতে হবে। এ জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থাসমূহকে প্রথমে পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

যৌক্তিকতা: স্থানীয় কমিউনিটি, এনজিও এবং সিবিও সমূহকে যুক্ত করে নগর উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করলে দ্রুত প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। এতে ব্যয় পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে, যে অর্থ পরবর্তীতে অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজে লাগানো যাবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, পিডিবি, এলজিইডি, ডিপিএইচই, এনজিও, সিবিও এনএইচএ।

বস্তবায়ন পদ্ধতি:

অংশগ্রহণমূলক নগর উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য এতদসংশ্লিষ্ট আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় জনবল নিয়ো
তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

নীতি- ইউএ/৪: নগর উন্নয়নে সুনির্দিষ্ট কৌশল অবলম্বন

নগর উন্নয়নে সরকারী নগর উন্নয়ন সংস্থাগুলিকে সহায়কের ভূমিকা পালন করে শুধু অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে এবং বেসরকা
উদ্যোগে সব ধরনের নির্মাণের সুযোগ তৈরী করে দিতে হবে।

যৌক্তিকতা: এতে ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং বাণিজ্যিকভাবে বেসরকারী উদ্যোক্তরা রিয়েল এস্টেট খাতে বিনিয়োগে উৎসাহিত হ
দেশে বিনিয়োগ বাড়বে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, আবাসন সমস্যার অনেকটাই সমাধান হবে এবং সিলেটে নগরায়ন ত্বরান্বিত হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, পিডিবি, এলজিইডি, ডিপিএইচই, এনজিও, সিবিও।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি:

সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং উপযুক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

নীতি- ইউএ/৫: নগর প্রান্ত এলাকা উন্নয়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ

অবকাঠামো নির্মাণ করে নগর প্রান্ত এলাকা উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

যৌক্তিকতা: নগর প্রান্ত এলাকায় নতুনভাবে নগরায়ন হয়। সুতরাং এখানে পরিকল্পিতভাবে অবকাঠামো নির্মাণ করে একদি
পরিকল্পিত উন্নয়নের সুযোগ থাকে অন্যদিকে নগরায়ন দ্রুততর করা যায়। জমির মূল্য কম থাকায় অবকাঠামো নির্মাণ কম ব্যয়
হয়। শহরের মূল এলাকার উপর জনসংখ্যার চাপ কমে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, পিডিবি, এলজিইডি, ডিপিএইচই, এনজিও।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি:

সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক নগর প্রান্ত এলাকায় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ। কমিউনিটি অংশগ্রহণ ভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণ করলে বাস্তবা
দ্রুততর হবে এবং নির্মাণ ব্যয় কম হবে। এ জন্য নগরপ্রান্ত এলাকায় জমির মালিকদের মধ্যে জনমত তৈরী করতে হবে। জন
তৈরীর জন্য এনজিওদের সংশ্লিষ্ট করা যায়। কিছু পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করে এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রকৃত সমস্যা
উদঘাটন করা প্রয়োজন। সরকারী উদ্যোগে অবকাঠামো নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্ধ করতে হবে। এ জন্য অবকা
প্রদানকারী সংস্থাগুলোর উদ্যোগ প্রয়োজন।

নীতি- ইউএ/৬ : নগর উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে খাস জমির ব্যবহার

যৌক্তিকতা: খাস জমি জনগণের সম্পত্তি, সুতরাং তা জনগণের কল্যানে ব্যবহার করা উচিত হবে। নগরোন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবা
ক্ষতিগ্রস্তদের পূর্ণবাসনে খাস জমি ব্যবহার করা যেতে পারে। এ ছাড়া বিভিন্ন সামাজিক সুযোগ সুবিধা বা চিত্তবিনোদনের স্থান হিসা
যথাসম্ভব খাস জমি ব্যবহার করা উচিত।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, ভূমি মন্ত্রণালয়, ডিসি অফিস

বাস্তবায়ন পদ্ধতি:

সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকার সকল খাস জমির তথ্য সংগ্রহ করা উচিত এবং সকল খাস জমি নিজের দখলে নেয়া উচিত এবং সেগুলি জনকল্যাণে ব্যবহার করা উচিত। ভূমি মন্ত্রণালয়ের উচিত এ বিষয়ে সব ধরনের সহায়তা প্রদান করা।

৫.৫.২ পরিবহন ও যোগাযোগ নীতিমালা

নীতি-টিসি/১: বিদ্যমান সংকীর্ণ সড়ক প্রশস্তকরণ

যৌক্তিকতা: এতে কোন সন্দেহ নাই যে অদূর ভবিষ্যতে শহরে যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। শহরের সংকীর্ণ সড়কগুলো তখন সমস্যা হিসাবে দেখা দেবে। যানজট মানুষের জীবনযাত্রাকে স্থবির করে দেবে। এ জন্য এখনই পদক্ষেপ নিয়ে সরু রাস্তা প্রশস্ত করার পদক্ষেপ নিতে হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, এলজিইডি।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি:

শহরের বিদ্যমান সরু রাস্তার তালিকা তৈরী করতে হবে। সংলগ্ন জমির মালিকদের সঙ্গে সমঝোতা করে রাস্তা চওড়া করার ব্যবস্থা করতে হবে। যেখানে প্রয়োজন ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

নীতি-টিসি/২: ২০ ফুট বা ৬.১০ মিটারের নিচে কোন নতুন রাস্তা নির্মাণ করা যাবে না। সিটি কর্পোরেশন ২০ ফুটের নিচে কোন রাস্তা নির্মাণ করবে না।

যৌক্তিকতা: সংকীর্ণ রাস্তা যানজটের কারণ। নতুন এলাকায় চওড়া রাস্তা তৈরীর সুযোগ থাকায় সে সুযোগ গ্রহণ করে রাস্তা চওড়া করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, এলজিইডি।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: নীতি বাস্তবায়নে জনগণের সঙ্গে মতবিনিময় করা যেতে পারে, জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে সিটি কর্পোরেশন কমিটি গঠন করতে পারে। শহরপ্রান্ত এলাকায় নতুন রাস্তা তৈরীর সময় এই নীতি অনুসরণ করতে হবে।

নীতি-টিসি/৩: সড়ক সংযোগস্থল উন্নয়ন

যৌক্তিকতা: মেট্রোপলিটান শহর হিসাবে সিলেট দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। ২০৩০ সালের মধ্যে এটি প্রায় ৩০ লক্ষ জনসংখ্যার শহর হবে এবং যানবাহনের সংখ্যা প্রভূত বৃদ্ধি পাবে। সড়ক সংযোগস্থল উন্নত হলে যানবাহন চলাচল সহজতর হবে এবং যানজট হ্রাস পাবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: আলোচ্য পরিকল্পনায় কিছু সড়ক সংযোগস্থলের নক্সা দেয়া হয়েছে যা সিটি কর্পোরেশন বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করতে পারে। পরবর্তীতে নতুন রাস্তার ডিজাইন করার সময় সংযোগস্থলগুলোর ডিজাইন করতে হবে।

নীতি-টিসি/৪: পথচারীদের নিরাপদে রাস্তায় চলাচলের জন্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি

যৌক্তিকতা: শহরে প্রতিদিন ৩২% যাতায়াত হয় পদব্রজে। এ জন্য শহরে ফুটপাথ সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে। অ ফুটপাথগুলোকে সম্পূর্ণ করতে হবে। প্রধান প্রধান সংযোগস্থলের আশে পাশের ফুটপাথগুলোকে অগ্রাধিকার দিতে ড্রেনগুলোকে কভার করে চলাচলের স্থান সম্প্রসারিত করতে হবে।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি : অন্ততপক্ষে ৬ ফুট প্রশস্ত ফুটপাথ নির্মাণ করা উচিত। এ জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে।

নীতি-টিসি/৫: যে সমস্ত প্রধান রাস্তা বিদ্যমান ও সম্ভাব্য বাণিজ্যিক এলাকার ভেতর দিয়ে অতিক্রম করবে সে গুলিতে সার্ভিস লে থাকা বাঞ্ছনিয়

যৌক্তিকতা: সার্ভিস লেন থাকায় প্রধান সড়কে স্থানীয় যানবাহন এবং অযান্ত্রিক বাহন প্রবেশ করবে না। এতে প্রধান সড়কে চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবেনা।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, সওজ।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি : প্রাতিষ্ঠানিক নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে এবং সে অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে।

নীতি-টিসি/৬: যে সমস্ত অপরিকল্পিত এলাকায় রাস্তার সংযোগ বিচ্ছিন্ন আছে সেখানে সংযোগ সড়ক তৈরী করতে হবে

যৌক্তিকতা: প্রচলিত পদ্ধতিতে কমিউনিটি উদ্যোগে রাস্তা নির্মিত হয় অপরিকল্পিত ও বিশৃঙ্খলভাবে। ফলে রাস্তা শুধু সংকীর্ণই বিচ্ছিন্ন রাস্তার মধ্যে সংযোগও স্থাপিত হয় না। ফলে অনেক সময় কাছ কাছি স্থানে যেতে অনেক ঘুরতে হয়। ভবিষ্যতে বৃদ্ধি পেলে এ সমস্ত রাস্তায় যানজট বাড়বে। এ জন্য প্রয়োজনীয় স্থানে দুটি রাস্তার মধ্যে সংযোগ ঘটিয়ে যাতায়াত সহজ করা

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: সিটি কর্পোরেশন এলাকায় মিসিং লিংকগুলিকে নির্দিষ্ট করতে হবে এবং লিংকে রাস্তার ডিজাইন করে প্রকল্প করতে হবে।

নীতি-টিসি/৭: ট্রাফিক আইন কঠোরভাবে প্রয়োগে যত্নবান হওয়া

যৌক্তিকতা: ট্রাফিক আইন লঙ্ঘণ সড়ক দূর্ঘটনা এবং যানজটের প্রধান কারণ। এ জন্য ট্রাফিক আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ প্রয়োজন।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: ট্রাফিক পুলিশ বিভাগ, সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি : কঠোর ও নিরপেক্ষভাবে ট্রাফিক আইন প্রয়োগ।

নীতি-টিসি/৮: রাস্তা নির্মাণে পর্যায়ক্রমিক উন্নয়ন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।

যৌক্তিকতা: রাস্তা নির্মাণের বিপুল ব্যয় নির্বাহের জন্য অনেকসময় বাজেট বরাদ্দ পাওয়া যায় না। এ জন্য পর্যায়ক্রমে রাস্তা করতে হবে। অন্যথায় পরবর্তীতে জনঘনত্ব বৃদ্ধি পেলে রাস্তার জন্য জমি পাওয়া কঠিন হয়ে পড়বে এতে সমন্বিতভাবে একটি রোড নেটওয়ার্ক তৈরী করা সম্ভব হবে এবং সহজে যাতায়াতের বিকল্প রাস্তা পওয়া যাবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, সওজ, এলজিইডি।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: প্রথমে রাস্তার জন্য জমি অধিগ্রহণ প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। পরবর্তীতে একাধিক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ রাস্তা নির্মাণ করতে হবে। আঁকা বাকা রাস্তাগুলোকেও সরল করতে হবে। এ জন্য বিভিন্ন সংস্থার যৌথভাবে সমন্বিত প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

<u>নীতি-টিপি/৯: নগরীতে অধিক সংখ্যক পাবলিক ট্রান্সপোর্ট (বাস) চালুর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।</u>

যৌক্তিকতা: পর্যাপ্ত সংখ্যক পাবলিক বাস সার্ভিসের প্রবর্তন যাতায়াত ব্যবস্থাকে সহজ ও সাশ্রয়ী করবে এবং দু-স্ট্রোক ইঞ্জিন বিশিষ্ট যানবাহন চলাচল হ্রাস করবে ফলে বায়ু দূষণ কমে আসবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, বেসরকারী বাস মালিক সমিতি।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: জরিপ করে বাস রুট নির্ধারণ করতে হবে এবং সম্ভাব্যতা যাচাই করতে হবে। বেসরকারী বাস মালিক সমিতিকে যুক্ত করতে হবে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক বাস বে ও বাস টার্মিনাল নির্মাণ করতে হবে।

৫.৫.৩ স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও শহর সম্প্রসারণের কারণে স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা ক্রমশ জটিল হয়ে উঠবে। সুতরাং এখন থেকেই উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য নিম্নবর্ণিত নীতিমালা সুপারিশ করা হলো।

<u>নীতি-এসডি/১: ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট সহ ভূগর্ভস্থ স্যুয়েরেজ নেটওয়ার্ক তৈরী করতে হবে।</u>

যৌক্তিকতা: বর্তমানে বস্তি বা নিম্ন আয়ের এলাকা সমূহে মনুষ্য বর্জ ড্রেনে ফেলা হয় যা জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি স্বরূপ। সেপ্টিক ট্যাংক ভিত্তিক পয়ঃ ব্যবস্থা টেকসই সমাধান নয়। ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট সহ ভূগর্ভস্থ স্যুয়েরেজ ব্যবস্থা হচ্ছে উন্নত স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: সরকারী প্রকল্প সহায়তায় অথবা বৈদেশিক সহায়তায় ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট সহ ভূগর্ভস্থ স্যুয়েরেজ নেটওয়ার্ক তৈরী করতে বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে।

<u>নীতি-এসডি/২: সমগ্র এলাকার জন্য স্তর বিশিষ্ট ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক নির্মাণ করতে হবে।</u>

যৌক্তিকতা: ভবিষ্যৎ শহরকে জলাবদ্ধতা মুক্ত রাখার জন্য কার্যকর ড্রেনেজ ব্যবস্থা তৈরী করতে হবে। এ জন্য স্তর বিশিষ্ট ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক নির্মাণ করতে হবে। এতে খুব সহজে বৃষ্টি এবং বর্জ্য পানি অপসারিত হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, এলজিইডি।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ঢাল অনুসরণ করে ড্রেন নির্মাণ করতে হবে। ছড়াগুলিকে প্রাইমারী ড্রেন হিসাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

<u>নীতি-এসডি/৩: ছড়া নির্ভর প্রাকৃতিক পানি প্রবাহের চ্যানেলগুলো সংরক্ষণ করতে হবে।</u>

যৌক্তিকতা: ছড়াগুলো শহর এবং আশে পাশের পানি সংগ্রহ করে সুরমা নদীতে ফেলে দেয়। এই ছড়াগুলো বেদখল বা বন্ধ হয়ে গেলে শহরে জলাবদ্ধতা দেখা দেবে। সুতরাং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এগুলো সংরক্ষণ করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, ডিসি অফিস, পরিবেশ অধিদপ্তর

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: ছড়া বা খাল গুলোর অবৈধ দখলকারীদের কাছ থেকে উদ্ধার করে মূল জমি পুনরুদ্ধার করতে হবে। ভরা[illegible] যাওয়া ছড়ার অংশ পুনর্খনন করে এগুলোকে সার্বক্ষণিক প্রবাহমান রাখতে হবে।

<u>নীতি-এসডি/৪: সকল ড্রেন নিয়মিত পরিষ্কার রাখতে হবে এবং ছড়াগুলিকে পুনর্খনন করতে হবে।</u>

যৌক্তিকতা: জন সচেতনতা না থাকায় প্রতিনিয়ত ড্রেনগুলিতে ময়লা ফেলা হয়। এগুলো নিয়মিত পরিষ্কার করা হয় না। এতে [illegible] পানি প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয় ফলে বিভিন্ন স্থানে জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। ড্রেনগুলো নিয়মিত পরিষ্কার রাখতে হবে। যে ছড়াগুলো প্র[illegible] ড্রেন হিসাবে কাজ করছে সেগুলোকে পূর্খনন করে আরো কার্যকর করতে হবে যাতে বর্ষায় পর্যাপ্ত পানি ধারণ করতে পা[illegible] প্রবাহমান থাকে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, এনজিও, সিবিও।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: ড্রেন পরিষ্কারে স্থানীয় কমিউনিটিকে যুক্ত করতে হবে। এতে ড্রেনে আবর্জনা না ফেলার বিষয়ে জনস[illegible] তৈরী হবে। পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ করে ছড়াগুলোর খনন কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

<u>নীতি-এসডি/৫: যত্রতত্র এবং ড্রেনে বর্জ্য ফেলার ব্যাপারে জনসচেতনতা তৈরী করতে হবে।</u>

যৌক্তিকতা: আবর্জনায় ড্রেন ও খাল ভরাট হয়ে যাওয়া জলাবদ্ধতার অন্যতম প্রধান কারণ। এ জন্য জনসচেতনতা তৈরী [illegible] হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, এনজিও, সিবিও

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আলোচনার মাধ্যমে জনমত তৈরী করতে হবে এবং তাদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এ [illegible] এনজিও ও সিবিও সমূহের সহায়তা নিতে হবে। সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে এবং এনজিও ও সিবিও এর সহায়তায় [illegible] জনগণের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে নিয়মিত ড্রেন পরিষ্কারের ব্যবস্থা নিতে হবে ।

৫.৫.৪ পানি সরবরাহ

<u>নীতি-ডব্লিউ এস:/১: উন্মুক্ত জলাশয় ভিত্তিক টেকসই পানি সরবরাহ ব্যবস্থা তৈরী করতে হবে।</u>

যৌক্তিকতা: ক্রমবর্ধমান নগরায়নের ফলে পানির উপর চাপ বাড়ছে। যেহেতু ভূগর্ভস্থ পানিই প্রধান উৎস হিসেবে ব্যবহার ক[illegible] তাই ভূগর্ভস্থ পানির রিজার্ভের উপর চাপ পড়ছে। নিয়মিত এবং যথেষ্ট পরিমাণে রিচার্য না হওয়ায় ভূগর্ভস্থ পানির পরিমাণ [illegible] পাচ্ছে। সুতরাং ভূগর্ভস্থ পানির উপর ভিত্তি করে শহর এলাকায় কখনোই টেকসই পানি সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাবে না [illegible] জন্য উন্মুক্ত জলাশয় তথা, নদী ভিত্তিক পরিশোধনযোগ্য পানির উপর ভিত্তি করে টেকসই পানি সরবরাহ ব্যবস্থা তৈরী করতে হবে

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, ডিপিএইচই।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি : সুরমা নদীর উপযুক্ত স্থানে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট তৈরী করে নদীর পানি সরবরাহ করতে হবে।

<u>নীতি-ডব্লিউ এস/২: উন্মুক্ত এবং ভূগর্ভস্থ জলাশয় দূষণ রোধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।</u>

যৌক্তিকতা: পানি দূষণ জনস্বাস্থ্যের জন্য গুরুতর হুমকি স্বরূপ। এই দূষণ থেকে মহামারি পর্যন্ত হতে পারে। সুতরাং যে কোন উ[illegible] পানিদূষণ প্রতিরোধ করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, ডিপিএইচই, সিবিও ডিওই।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: এই নীতি বাস্তবায়িত হলে গৃহস্থালী মনুষ্য বর্জ্য ও বর্জ্য পানি এবং শিল্প বর্জ্য থেকে নদী দূষণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। এজন্য কঠোরভাবে নির্মাণ আইন প্রয়োগ করতে হবে ও জনসচেতনতা তৈরী করতে হবে যাতে যেখানে সেখানে বর্জ্য ফেলা না হয়। দূষণ প্রতিরোধ মনিটরিংএর জন্য স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

নীতি-ডব্লিউ এস/৩: জরুরী অবস্থা মোকাবেলার জন্য শহরের প্রধান প্রধান উন্মুক্ত জলাশয় সংরক্ষণ করতে হবে।

যৌক্তিকতা: শহর এলাকায় অগ্নিকান্ডের সময় এই জলাশয়গুলো পানির প্রয়োজন মেটাবে। এছাড়া এ গুলো উষ্ণতা প্রতিরোধ এবং উন্মুক্ত এলাকা হিসাবেও কাজ করবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, ফায়ার সার্ভিস, ডিপিএইচই, ডিওই।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: সিলেট সিটি কর্পোরেশনের অধীনে অবস্থিত বড় বড় পুকুর, লেক ইত্যাদি সংরক্ষণ করতে হবে।

৫.৫.৫ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

নগরায়নের সঙ্গে সঙ্গে কঠিন বর্জ্য বাড়তে থাকে। এক সময় এটা শহরের একটি বড় ধরনের সমস্যায় পরিণত হয়। এজন্য প্রথম থেকেই এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।

নীতি-ডব্লিউ এম ১: কমিউনিটি ভিত্তিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে।

যৌক্তিকতা: যেহেতু আবাসিক এলাকায় কঠিন বর্জ্য মূলত গৃহস্থালী বর্জ্য, তাই কমিউনিটিকে এর ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা প্রয়োজন। এতে বর্জ্য সংগ্রহ এবং ব্যবস্থাপনা আরো সুষ্ঠু হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, এনজিও, সিবিও।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: এনজিও, সিবিওদের সংশ্লিষ্ট করে গৃহ থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করে ট্রান্সফার ষ্টেশনে ফেলতে হবে। এ জন্য প্রতি গৃহ থেকে সার্ভিস চার্জ সংগ্রহ করতে হবে যাতে সার্বিক ব্যয় নির্বাহ করা যায়।

নীতি-ডব্লিউ এম/ ২: স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখতে বর্জ্য ফেলার জন্য পর্যাপ্ত ডাম্পিং সাইট তৈরী করতে হবে।

যৌক্তিকতা: বর্জ্য ফেলার জন্য পরিবেশ দূষণ করবেনা এমন দূরত্বে এক বা একাধিক ডাম্পিং সাইট থাকা প্রয়োজন। এখানে বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা পরিচালনা করা যেতে পারে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: পরিবেশ সম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করে ডাম্পিং সাইটে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করতে হবে। বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে: ১। নিয়ন্ত্রিত ডাম্পিং পদ্ধতি, ২। স্যানিটারী ল্যান্ড ফিল, ৩। ইনসিনারেটর, ৪। কম্পোষ্টিং, এবং ৫। সম্পদ পুনরুদ্ধার।

নীতি-ডব্লিউ এম/ ৩: বর্জ্যকে সম্পদে রূপান্তরের জন্য নতুন ধারণা উদ্ভাবন করতে হবে।

যৌক্তিকতা: বর্জ্যকে উৎপাদনমুখী কাজে ব্যবহার করলে দরিদ্র মানুষ যারা বর্জ্য থেকে দ্রব্য সংগ্রহ করে জীবনধারণ করে থাকে তাদের আয় বৃদ্ধি পাবে। এ ছাড়া বর্জ্য পুণঃ ব্যবহার এবং রিসাইক্লিং এর সুযোগ তৈরী হবে। এতে নতুন সম্পদ তৈরী হবে, বর্জ্য কমে যাবে এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি : সরকারী পর্যায়ে বর্জ্য পুণ:ব্যবহার এবং রিসাইক্লিং বিষয়ে পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। পাইলট প্রকল্প স হলে তা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে।

৫.৫.৬ শিল্প ও বণিজ্যিক উন্নয়ন।

ভবিষ্যৎ সিলেট শহরের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, শিল্প ও বাণিজ্যিক উন্নয়নের জন্য নিম্নবর্ণিত নীতি প্রস্তাব করা হলো।

নীতি-আইসিডি/১: শিল্প-বাণিজ্য সহ সকল অর্থনৈতিক তৎপরতাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

যৌক্তিকতা: অর্থনৈতিক কর্মকান্ড যে কোন শহরের প্রাণশক্তি। সিলেটের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যকে সর্বোচ্চ অ দিতে হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, ডিওই, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতায় শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে এবং সুযোগসু ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সকল অপরাধমূলক আক্রমন থেকে শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যকে রক্ষা করতে হবে।

নীতি-আইসিডি/২: আর্থনৈতিক বিকাশের জন্য বিদ্যুৎকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

যৌক্তিকতা: শিল্প বা বাণিজ্য বিকাশের জন্য নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পূর্বশ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, পিডিবি, আরইবি

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি, কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, সৌর বিদ্যুৎ প্রসার।

নীতি-আইসিডি/৩: প্রতিবন্ধকতা বিহীন পণ্য সরবারহ ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে। ব্যবসায়ীদের উপর সব ধরনের চাঁদাবাজি বন্ধ ক হবে।

যৌক্তিকতা: ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ তৈরী না করতে পারলে ব্যবসায়-বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে না। এতে শহরের সমৃদ্ধি ব্যাহত বিনিয়োগ হ্রাস পাবে, ফলশ্রুতিতে কর্মসংস্থান কমে যাবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, পুলিশ বিভাগ।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: শহরের অপরাধ পরিস্থিতি নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে এবং চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে আইনানুযায়ী কঠোর ব নিতে হবে। শিল্প মালিক ও ব্যবসায়ীদের পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।

নীতি-আইসিডি/ ৪: পরিবেশ দূষণ বন্ধ করার জন্য বিক্ষিপ্ত শিল্প কারখানা গড়ে ওঠা রোধ করতে হবে।

যৌক্তিকতা: বিক্ষিপ্ত ভাবে গড়ে ওঠা শিল্প কারখানা অনেক সময় স্থানীয় পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। এ অবকাঠামো সুবিধা প্রদান করা অনেক সময় অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, শিল্প মন্ত্রণালয়, বিনিয়োগ বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, পরিবেশ অধিদপ্তর।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: যৌথ উদ্যোগে বিক্ষিপ্ত শিল্প স্থাপন বন্ধ করার ব্যবস্থা নিতে হবে। ইমারত নির্মাণ বিধিমালা প্রয়োগ করে এ ধরণের শিল্প স্থাপনকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী শিল্প স্থাপনের জন্য অনুমোদন দিতে হবে।

নীতি-আইসিডি/ ৫: বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা স্থাপনে বেসরকারী খাতে বিনিয়োগ প্রসার ঘটাতে হবে।

যৌক্তিকতা: এ ধরনের শিল্প এলাকায় সব ধরণের অবকাঠামো এবং সার্ভিস সুবিধা থাকে বিধায় স্বল্প সময়ে শিল্প স্থাপন করে উৎপাদনে যাওয়া যায়। এ ছাড়া আমলাতান্ত্রিক ঝঞ্ঝাটমুক্ত থাকায় শিল্প উদ্যোক্তরা এখানে শিল্প স্থাপন করতে আগ্রহী হয়।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বেপজা, বিনিয়োগ বোর্ড, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক ।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করে সব ধরনের অবকাঠামো এবং সার্ভিস সুবিধাসহ অর্থনৈতিক এলাকা স্থাপন করতে হবে। এ জন্য সরকারী পর্যায়ের নীতিগত সিদ্ধান্ত প্রয়োজন।

নীতি-আইসিডি/ ৬: ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প বিকাশে সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা দিতে হবে।

যৌক্তিকতা: ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প উদ্যোক্তারা অবস্থাপন্ন না হওয়ায় তারা পুঁজির অভাবে শিল্প স্থাপন করতে পারে না। সহজ শর্তে পুঁজির ব্যবস্থা করতে পারলে এই খাতে প্রভূত বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা সম্ভব।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বিসিক, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ শিল্প ঋন সংস্থা, এসএমই ফাউন্ডেশন।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: সরকারী পর্যায়ের নীতিগত সিদ্ধান্ত ও জামানতবিহীন ঋণ সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে।

৫.৫.৭ আবাসন

আবাসন হচ্ছে শহর এলাকার সর্ববৃহৎ ভূমি ব্যবহার। তাই উন্নয়ন বিষয়ক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আবাসন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মানসম্মত আবাসন নগরবাসীকে স্বাস্থ্যসম্মত বসবাসের নিশ্চয়তা দেয় যা মানুষের উৎপাদন ক্ষমতার উপর প্রভাব ফেলে।

নীতি-এইচ এ/১: নতুন নগরায়নাধীন এলাকায় আবাসিক এলাকা নির্মাণের সুযোগ তৈরী করে দিতে হবে।

যৌক্তিকতা: শহর এলাকায় গৃহ নির্মাণের গতি শ্লথ হয় মূলত দুটি কারণে, জমির মালিকের আর্থিক সঙ্গতির অভাব এবং পর্যাপ্ত অবকাঠামোর অভাব। কিন্তু ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে আবাসন সমস্যা সমাধানের জন্য গৃহ নির্মাণ জরুরী, এজন্য প্রয়োজন অনুযায়ী সব ধরণের সুযোগ সুবিধা দিতে হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ, পিডিবি, ডিপিএইচই, এলজিইডি,বিটিসিএল।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: দ্রুত শহর সম্প্রসারিত হতে পারে এমন শহর প্রান্ত এলাকায় সব ধরনের পরিকল্পিত অবকাঠামো ও মৌলিক নগর সুবিধা প্রদান করে ঐ সমস্ত স্থানে আবাসন নির্মাণ উৎসাহিত করতে হবে।

নীতি- এইচ এ/২ : দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য সরকারী উদ্যোগে আবাসন নির্মাণ করতে হবে ।

যৌক্তিকতা: বাজার অর্থনীতিতে দ্রুত আর্থিক উন্নতি না হওয়ায় দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষরা অনেক সামাজিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। এ জন্য সরকারী উদ্যোগে তাদের সামাজিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির দিকে নজর দিতে হবে, অন্যথায় সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, ব্যাংক, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, এনজিও

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: ভূমি অধিগ্রহণ করে নিম্ন আয় সম্পন্ন মানুষের জন্য গৃহায়ন সুবিধা প্রদান করা যায়। তবে ভূমির স্বল্পতার
প্লটের চেয়ে ফ্ল্যাট প্রদান করাই শ্রেয়। এ জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে।

<u>নীতি- এইচ এ/৩: বস্তিবাসির জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে জন্য উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে ।</u>

যৌক্তিকতা: বস্তিতে বসবাসকারী দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষরা অনেক মৌলিক ও সামাজিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এ
বস্তি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে সরকারী উদ্যোগে তাদের সামাজিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির দিকে নজর দিতে হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, ব্যাংক, জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ, এনজিও।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: বিদ্যমান বস্তিসমূহে পানি, বিদ্যুৎ, পাকা রাস্তা ড্রেন ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে এলাকা
মালিকদের সঙ্গে এই মর্মে চুক্তি হতে হবে যে প্রকল্প বাস্তবায়ন পরবর্তী পাঁচ বৎসর গৃহের ভাড়া বৃদ্ধি করা যাবে না।

<u>নীতি- এইচ এ/৪: বেসরকারী আবাসন ব্যবসায়ীদের অধিক আবাসন নির্মানে উৎসাহিত করতে হবে।</u>

যৌক্তিকতা: সরকারের পক্ষে পর্যাপ্ত আবাসন প্রদান করা সম্ভব নয়। সুতরাং সিংহভাগ আবাসন যাতে বেসরকারী উদ্যোক্তাদে
থেকে আসে তার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, ব্যাংক, জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ, এনজিও।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: শহরের বর্ধিষ্ণু এলাকায় নগর সুবিধা বিশেষত রাস্তা নির্মাণ ও বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রদান করতে হবে। এতে
এস্টেট কোম্পানী সহজে ফ্ল্যাট নির্মাণ করে বিক্রয় করতে পারে।

৫.৫.৮ অর্থনীতি ও কর্মসংস্থান

নগরোন্নয়ন ও নগরের প্রবৃদ্ধির জন্য অর্থনীতি ও কর্মসংস্থান সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যথোপযুক্ত নীতি স্থানীয় অর্থনৈ
উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে।

<u>নীতি-ইকোন/১: বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ তৈরী</u>

যৌক্তিকতা: এই নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করলে শহরে শিল্পে ও ব্যবসায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। অর্থনৈতিক বিকাশ ও কর্মসংস্থান
পাবে এবং পরিণতিতে আয় বৃদ্ধি হবে, চাহিদা ও সরবরাহ বাড়বে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে।

বাস্তবায়ন সংস্থা: অর্থ মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বেপজা, বাংলাদেশ ব্যাংক, বিনিয়োগ বোর্ড, সিটি কর্পোরেশন।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি : সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা, অবকাঠামো নির্মাণ, বিশেষ শিল্প এলাকা স্থাপন, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ইত্যাদি বিনি
বান্ধব পরিবেশ তৈরী করতে পারে।

<u>নীতি- ইকোন/২: সরকারী-বেসরকারী যৌথ উদ্যোগে শিল্প স্থাপন প্রসার ঘটাতে হবে।</u>

যৌক্তিকতা: শিল্প স্থাপন ত্বরান্বিত করার জন্য সরকারী উদ্যোগে শিল্প স্থাপন করে তা লাভজনক অবস্থায় বেসরকারী উদ্যো
কাছে বিক্রয় করা যেতে পারে। এতে শিল্প স্থাপন দ্রুততর হবে। কারণ ঝুঁকির ভয়ে অনেক সময় বেসরকারী উদ্যোক্তারা শিল্প স্থা
আগ্রহী হয় না। এ ছাড়া পুঁজি সংগ্রহ একটি বড় প্রতিবন্ধকতা।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, ব্যাংক, বিনিয়োগ বোর্ড, শিল্প মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়।

[illegible] পদ্ধতি: নীতিমালা তৈরী করে সরকারী উদ্যোগে লাভজনক ও আমদানী বিকল্প শিল্প স্থাপন করতে হবে। এ জন্য বিশেষ [illegible] রাখা যেতে পারে।

[illegible] উদ্দেশ্য/২: **বিদ্যমান শিল্প এলাকাসমূহ উন্নয়ন করে উহার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।**

[illegible]: শিল্প স্থাপন ত্বরান্বিত করার জন্য সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত শিল্প এলাকাগুলিতে শিল্প স্থাপন করার জন্য যাবতীয় সুযোগ [illegible] করতে হবে। এতে শিল্প এলাকার উপযুক্ত ব্যবহার হবে এবং যত্র তত্র শিল্প স্থাপনের ফলে পরিবেশ বিনষ্ট হবে না।

[illegible] সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, ব্যাংক, বিনিয়োগ বোর্ড, শিল্প মন্ত্রণালয়।

[illegible] পদ্ধতি: নির্দিষ্ট শিল্প এলাকায় শিল্প স্থাপনের জন্য বিশেষ ঋণ সুবিধা দিতে হবে। এ জন্য বিশেষ বাজেট বরাদ্দ রাখা যেতে [illegible] পরীক্ষামূলকভাবে পাইলট প্রকল্প নেয়া যেতে পারে।

[illegible] উদ্দেশ্য/৩: **ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প বিকাশে সহায়তা প্রদান করতে হবে।**

[illegible]: ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প সিলেট অঞ্চলের শিল্প বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প খাতের [illegible] এই খাতে অপেক্ষাকৃত কম পূঁজি বিনিয়োগ করা হয় ও স্বল্প মূল্যে শ্রমিক পাওয়া যায়। সুতরাং এই খাতে বিনিয়োগে [illegible] করে সহজেই কর্মসংস্থান সৃষ্টির পরিবেশ তৈরী করা যায়। বর্তমানে অবস্থিত এ অঞ্চলের দেশজ শিল্পোদ্যোগকে উৎসাহিত [illegible]।

[illegible] সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, সমাজসেবা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ব্যাংক, এনজিও, ।

[illegible] পদ্ধতি: জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করতে হবে। বেসিক সার্ভিস সহ ব্যবসা/শিল্প কারখানা করার উপযুক্ত স্থান দিতে [illegible] সকল বিষয়ে নমনীয় আচরণ করতে হবে।

[illegible] উদ্দেশ্য/৫: **অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বিকাশে সহায়তা প্রদান করতে হবে।**

[illegible]: অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড উন্নয়নশীল দেশের নগর অর্থনীতির আবশ্যকীয় অঙ্গ। বিপুল জনসংখ্যার দেশে [illegible] যখন যে কোন সরকারের জন্য এক বিরাট চ্যালেঞ্জ তখন অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড আত্মকর্ম সৃষ্টিতে অবদান রেখে [illegible] এগুলো ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোগ। দারিদ্র বিমোচন এবং নগর অর্থনীতির সমৃদ্ধির জন্য এ সমস্ত উদ্যোগ বিকশিত হওয়া [illegible]।

[illegible] সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, ব্যাংক, এনজিও, সমাজসেবা অধিদপ্তর।

[illegible] পদ্ধতি: জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করতে হবে। বেসিক সার্ভিস সহ ব্যবসা/শিল্প কারখানা করার উপযুক্ত স্থান দিতে [illegible] সর্ব বিষয়ে নমনীয় আচরণ করতে হবে।

[illegible] পর্যটন এবং বিনোদন

[illegible] উদ্দেশ্য/১: **পর্যটন সুবিধার বিকাশ ঘটাতে হবে।**

[illegible]: পর্যটন সুবিধা দেশী বিদেশী পর্যটক আকর্ষণ করবে এবং তারা এখানে অর্থ ব্যয় করবে। ফলে এখানে কর্মসংস্থান সৃষ্টি [illegible] এবং মানুষের আয় বৃদ্ধি পাবে। পর্যটকদের জন্য গড়ে ওঠা সুযোগ সুবিধা স্থানীয় অর্থনীতির বিকাশে সহায়তা করবে।

[illegible] সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, ব্যাংক, সড়ক ও জনপথ, পর্যটন কর্পোরেশন, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: পর্যটন সহায়ক অবকাঠামো এবং সার্ভিস ব্যবস্থা নির্মাণ, চা বাগান দর্শনের জন্য সুযোগ তৈরী, রিসোর্ট নির্মাণে বেসরকারী উদ্যোক্তাদের পর্যটন শিল্পে বিনিয়োগের পরিবেশ তৈরী ।

নীতি-টিআর/২: শহর পর্যায়ে বিনোদন সুবিধার বিকাশ ঘটাতে হবে।

যৌক্তিকতা: মাঠ,পার্ক, শিশু পার্ক ইত্যাদি শহরে পর্যটক আকর্ষণ করে। এগুলো ব্যস্ত নগরবাসীর বিনোদনের অবলম্বন যা ব্যস্ত নগর জীবনের অত্যাবশকীয় অঙ্গ। এ সমস্ত সুযোগ সুবিধা প্রদান করে নগর জীবনকে আরো আকর্ষণীয় ও বসবাসযোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, পর্যটন কর্পোরেশন, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বেসরকারী উদ্যোগ।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: উপযুক্ত ভূমি হুকুম দখল করে মাঠ, পার্ক স্থাপন করতে হবে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিনোদনমূলক পার্ক স্থাপনের জন্য বেসরকারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

নীতি-টিআর/৩: আঞ্চলিক ঐতিহ্য ভিত্তিক পর্যটন শিল্প বিকাশে ব্যবস্থা নিতে হবে।

যৌক্তিকতা: স্থানীয় ও আঞ্চলিক ঐতিহ্য দর্শন পর্যটকদের বেশি আকর্ষণ করে। তাই স্থানীয় হস্ত শিল্প, সাংস্কৃতি, ঐতিহাসিক ও প্রাকৃতিক স্থাপনাগুলোর প্রদর্শনের জন্য সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, পর্যটন কর্পোরেশন, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, এনজিও, বিসিক।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: স্থানীয় হস্ত শিল্পের বিকাশ ঘটাতে হবে, নিয়মিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতে হবে, ঐতিহাসিক ও প্রাকৃতিক স্থাপনাগুলোর রক্ষনাবেক্ষণ, সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫.৫.১০ পরিবেশ

অনিয়ন্ত্রিত নগারায়ন নগর পরিবেশ বিনষ্ট করার প্রধান কারণ। উপযুক্ত নীতি গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন পরিবেশ দূষণ থেকে নগরকে রক্ষা করতে পারে।

নীতি-ইএনভি/১: পাহাড় কাটা বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

যৌক্তিকতা: পরিবেশের ভারসাম্য, প্রাকৃতিক বৈচিত্র রক্ষা, ভূমি ধ্বস ইত্যাদি কারণে পাহাড় সংরক্ষণ করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, জেলা প্রশাসন, পরিবেশ অধিদপ্তর ।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: প্রচলিত নির্মাণ আইন প্রয়োগ করে পাহাড় কাটা বন্ধ করতে হবে। বিষয়টি সিটি কর্পোরেশনের সার্বক্ষণিক মনিটরিংএ রাখতে হবে।

নীতি-ইএনভি/ ২: ছড়া এবং নদী জবর দখল বন্ধ করতে হবে।

যৌক্তিকতা: সাধারনত ছড়াগুলোর মাধ্যমে প্রাকৃতিক পানি প্রবাহিত হয়। ছড়া সংকীর্ণ বা বন্ধ হয়ে গেলে জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। নদীর তীর চিত্তবিনোদন স্থান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং এগুলো সংরক্ষণ করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, পানি উন্নয়ন বোর্ড, এলজিইডি, পরিবেশ অধিদপ্তর।

বাস্তবায়ন পদ্ধতি: অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করতে হবে। খাল বা নদীর সীমানায় খুটি দিয়ে নির্দিষ্ট করতে হবে, নদী পাড়ে পায়েচলা রাস্তা বা গাছ লাগানো যেতে পারে।

[illegible] ইএনভি/৩: নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ করতে হবে।

[illegible] সুরমা নদীর কিছু কিছু অংশে নদী ভাঙ্গন প্রবণতা আছে। এটা ঘটলে প্রচুর সম্পত্তি নষ্ট হতে পারে এবং মানুষ গৃহহীন [illegible]। এ জন্য ভাঙ্গন প্রতিরোধে ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।
[illegible] সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, পানি উন্নয়ন বোর্ড, এলজিইডি।

[illegible] পদ্ধতি: ঝুকিপূর্ণ এলাকায় নতুন গ্রোয়েন বানাতে হবে। এ জন্য প্রয়োজনীয় সম্ভাব্যতা যাচাই করতে হবে। ব্যাংক ম্যাট্রেস [illegible] বিবেচনা করা যেতে পারে।

[illegible] ইএনভি/৪: বিনোদনের জন্য উন্মুক্ত অঞ্চল / সবুজ এলাকা নির্মাণ প্রসার ঘটাতে হবে।

[illegible] জনঘনত্ব বৃদ্ধি পেলে শহর ঘিঞ্জি হয়ে পড়ে, নি:শ্বাস গ্রহণ করার মত স্থান ও পাওয়া যায় না। তাই এখন থেকে উন্মুক্ত [illegible] বিনোদন এলাকা ধরে রাখতে হবে। কারণ ভবিষ্যতে এ ধরণের সুযোগ সুবিধার জন্য স্থান পাওয়া যাবে না।

[illegible] সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, পরিবেশ অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসন ।

[illegible] পদ্ধতি: শহরের ভেতরে অথবা বাইরে উপযুক্ত খালি স্থান /মাঠ/শিশু পার্ক লেক ইত্যাদির জন্য জমি হুকুম দখল করতে [illegible] এ জন্য সরকারকে বিশেষ বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে। রাজনৈতিক অঙ্গীকার হিসাবে এ ব্যপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

[illegible] ইএনভি/৫: সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম প্রসার ঘটাতে হবে।

[illegible] বাসযোগ্য পরিবেশ তৈরীর জন্য সামাজিক বনায়নসহ সকল বনায়ন ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীকে উৎসাহিত করতে হবে।

[illegible] সংস্থা: সিলেট সিটি কর্পোরেশন, বন বিভাগ, পানি উন্নয়ন বোর্ড, এলজিইডি, পরিবেশ অধিদপ্তর।

[illegible] পদ্ধতি: অংশগ্রহণমূলক এবং সুবিধা ভাগাভাগি জাতীয় সামাজিক বনায়ন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। নার্সারী স্থাপনে [illegible] করতে হবে। বৃক্ষ নিধন প্রতিরোধ করতে হবে।

[illegible] নীতি বাস্তবায়ন

[illegible] নীতির সুপারিশ বাস্তবায়ন অনেকাংশেই রাজনৈতিক সদিচ্ছার উপর নির্ভরশীল। এর সঙ্গে অনেক সরকারী এবং বেসরকারী [illegible] স্টেকহোল্ডার জড়িত থাকবে। নীতি বাস্তবায়নের জন্য ক্ষমতাসীন সরকারের অঙ্গীকার থাকতে হবে এবং যথেষ্ট উদ্যোগী হতে [illegible] প্রকৃত অর্থে সিলেটের স্থানীয় অর্থনীতিকে উজ্জীবনের জন্য সকল দলের ঐক্যমত থাকতে হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
আরবান এরিয়া প্ল্যান এলাকার উন্নয়ন ও ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা

৬.১ সূচনা

আরবান এরিয়া প্ল্যান আলোচ্য প্ল্যান প্যাকেজের দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা। এটি স্ট্রাকচার প্ল্যানের নীতিমালার আওতায় প্রণয়ন করা হয়েছে। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য, আগামী ১০ বৎসরে স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকার অধীনে যে সমস্ত এলাকা নগরায়িত হবে সে সমস্ত এলাকার জন্য উন্নয়ন প্রস্তাব প্রদান করা। আরবান এরিয়া প্ল্যান এলাকার মধ্যে সিটি কর্পোরেশন ছাড়াও নিকটবর্তী কসবা আখালিয়া মৌজা, কুমারগাঁও মৌজা (অংশ), সাদিপুর প্রথম অংশ, দেবপুর মৌজা (অংশ) এবং বহর মৌজা (অংশ) অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।

৬.২ আরবান এরিয়া প্ল্যানের বিষয়বস্তু

আরবান এরিয়া প্ল্যান বিদ্যমান শহর এলাকার ভবিষ্যৎ উন্নয়নে দিক নির্দেশনা দেবে ও নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ করবে। আরবান এরিয়া প্ল্যান প্লট ভিত্তিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মৌজা ম্যাপের উপর প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য একটি ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনাও রয়েছে ।

৬.২.১ আরবান এরিয়া প্ল্যানের উদ্দেশ্য

- বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ শহরের ভূমি ব্যবহারসহ কার্যকর কাঠামো নির্দ্দিষ্টকরণ।
- সিলেট শহরের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য অবকাঠামো নির্মাণ প্রস্তাব প্রদান করা।

এ সকল উদ্দেশ্য নিম্নবর্ণিতভাবে অর্জন করা যেতে পারে,

- যথাযথ পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা নির্মাণ করে;
- সুবিন্যস্ত ভূমি ব্যবহার নিশ্চিত করে;
- পরিকল্পিত অবকাঠামো নির্মাণ ও সার্ভিস সুবিধাদি প্রদান করে।

৬.২.২ আরবান এরিয়া প্ল্যান ও স্ট্রাকচার প্ল্যানের মধ্যে সম্পর্ক

আরবান এরিয়া প্ল্যান স্ট্রাকচার প্ল্যানের নীতিমালার আওতায় প্রণয়ন করা হয়েছে। স্ট্রাকচার প্ল্যান ও আরবান এরিয়া প্ল্যানের সম্পর্ক অবিচ্ছিন্নপরম্পরা। এর বাস্তবায়নকাল স্ট্রাকচার প্ল্যান এর ২০ বৎসর মেয়াদের প্রথম ১০ বৎসর। আরবান এরিয়া প্ল্যানের লক্ষ্য স্ট্রাকচার প্ল্যানের লক্ষ্যের পরিপূরক। মূলত আরবান এরিয়া প্ল্যান হচ্ছে প্রথম পর্যায়ে স্ট্রাকচার প্ল্যানের নীতি ও কৌশলের বিস্তারিত রূপরেখা।

৬.২.৩ আরবান এরিয়া প্ল্যান এর মেয়াদ ও সংশোধন

আরবান এরিয়া প্ল্যান ১০ বৎসরের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমান আরবান এরিয়া প্ল্যান ২০২০ সাল পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এর মেয়াদ সমাপ্তির পর নতুন একটি সংশোধিত আরবান এরিয়া প্রণয়ন করা হবে। এই নতুন আরবান এরিয়া প্ল্যান স্ট্রাকচার প্ল্যানের পরবর্তী সময়ের জন্য (২০৩০) বলবৎ থাকবে। তবে জনস্বার্থে সিটি কর্পোরেশনের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে আরবান এরিয়া প্ল্যান যে কোন সময় সংশোধন করা যাবে।

৬.২.৪ আরবান এরিয়া প্ল্যানের ধরণ ও পরিধি

আরবান এরিয়া প্ল্যান, ম্যাপ ও প্রতিবেদন উভয় আকারে উপস্থাপিত হয়েছে। এই প্ল্যান ম্যাপ ১:৩৫,০০০ স্কেলে মৌজা ম্যাপের ভিত্তিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্ল্যান এর সঙ্গে এর ব্যাখ্যা সম্বলিত একটি প্রতিবেদন আছে। এতে প্ল্যান সম্পর্কিত তথ্য এবং ম্যাপ সংযুক্ত আছে। এই প্ল্যান প্রতিবেদনে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রস্তাব এবং প্ল্যান সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। সিলেট মূল শহর এবং এর আশে পাশের ১০১০৯০.২০ একর বা ৪০.৯৬ ব: কি: এলাকা নিয়ে এই প্ল্যানের পরিধি নির্ধারণ করা হয়েছে। আরবান এরিয়া প্ল্যান ম্যাপ এই প্রতিবেদনের শেষে একটি ফোল্ডারে সংযুক্ত করা হয়েছে।

৬.৩ আরবান এরিয়া প্ল্যান উপস্থাপনা

আরবান এরিয়া প্ল্যানের উদ্দেশ্য হচ্ছে সিলেট শহরের সার্বিক ভৌত উন্নয়নের দিক নির্দেশনা প্রদান করা। স্ট্রাকচার প্ল্যানে নি নীতিমালার আলোকে এই দিক নির্দেশনা প্রণয়ন করা হয়েছে । বাংলাদেশে প্রচলিত মাস্টার প্ল্যানের আদলে আরবান এরি প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে প্রতিটি ভূমিখন্ডের ভবিষ্যৎ ব্যবহার নির্দেশ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো প্র হয়েছে। এটি নির্মাণ নিয়ন্ত্রণের একটি অন্যতম মাধ্যম হিসাবেও কাজ করবে। তাই এটি স্ট্রাকচার প্ল্যানের তুলনায় অনে অনমনীয়। এটি মৌজা ম্যাপের উপর উপস্থাপিত হয়েছে এবং সরকারী গেজেট নোটিফিকেশনের পর এটি আনুষ্ঠানিক ম করেছে যা সকলের জন্য অবশ্য পালনীয়।

৬.৩.১ আরবান এরিয়া প্ল্যানের বিভাজন

আরবান এরিয়া প্ল্যানের পরিধি ৪০.৯৬ ব: কি:। এতে সিলেটের মূল শহর এলাকা ছাড়াও সংলগ্ন সম্প্রসারিত এলাকা অ রয়েছে। বিদ্যমান এবং ভবিষ্যৎ নগর এলাকায় প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করে টেকসই ও বাসযোগ্য নগরায়নই হচ্ছে এরিয়া প্ল্যানের লক্ষ্য। সিলেট সিটি কর্পোরেশন আরবান এরিয়া প্ল্যানের অধিকাংশ এলাকায় প্রয়োজনীয় সেবাসুবিধা প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ সম্প্রসারিত এলাকায় সেবাসুবিধা প্রদান করবে।

সারণি-৬.১ : আরবান এরিয়া প্ল্যানের পরিধি

এলাকা	আয়তন		
	ব: কি:	একর	হেক্টর
আরবান এরিয়া প্ল্যান এলাকা	৪০.৯৬	১০১০৯.০২	৪০৯৬.৭২
স্ট্রাকচার প্ল্যানের শতকরা অংশ	৪৮.০৫%		

স্ট্রাকচার প্ল্যানের সমগ্র এলাকাকে ইতিমধ্যে ১২ টি এসপিজেড (SPZ) এ ভাগ করা হয়েছে। তার ৬ টি SPZ আরবান এরিয় এলাকার ভেতরে অবস্থিত। সারণি-৬.২ এ আরবান এরিয়া প্ল্যানের আওতাধীন SPZ সমূহের বিস্তারিত বর্ণনা এবং ম্যাপ- আরবান এরিয়া প্ল্যান এলাকার সীমানা উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি-৬.২: আরবান এরিয়া প্ল্যানের আওতাধীন SPZ সমূহ

এসপিজেড (SPZ)	ভূমির পরিমাণ (একর)	স্থানীয় এলাকা	জনসংখ্যা (২০০১)	অভিক্ষেপকৃত জনসংখ্যা	
				২০১৫	২০[illegible]
এসপিজেড -০৭	১৬৮৫	ওয়ার্ড নং- ২৫, ২৬ এবং ২৭	২২৫৭৮	৬৯৮৩৯	[illegible]
এসপিজেড -০৮	১১৪৫	ওয়ার্ড নং-০৮, ০৯ এবং ১০	৩৭১৬২	১১৪৯৫০	[illegible]
এসপিজেড -০৯	৯৪২	ওয়ার্ড নং-০২, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫ এবং ১৬	৭১০৮৬	২১৯৮৮৪	[illegible]
এসপিজেড -১০	৯৭৭	ওয়ার্ড নং- ০৫, ১৭, ১৮, ১৯ এবং ২০	৫৫২৩১	১৭০৮৪১	[illegible]
এসপিজেড -১১	১০৯৮	ওয়ার্ড নং-২১, ২২, ২৩ এবং ২৪	২৯০৮২	৮৯৯৫৭	[illegible]
এসপিজেড -১২	৯০৩	ওয়ার্ড নং-০১, ০৩, ০৪, ০৬ এবং ০৭	৪৭৭৬০	১৪৭৭৩২	[illegible]
কসবা আখালিয়া	২৮৭		৩৬১৪	৮১১৬	[illegible]
সদিপুর ১ম	৭৮০		৩০৭৩	৬৯০১	[illegible]
কুমারগাঁও	৩২৭		৪৪৯০	১০০৮৩	[illegible]
দেবপুর	৯৬৯		১১৯৬২	২৬৮১৮	[illegible]
বাহার	৯৯৫		১১৫২৩	২৫৮৭৭	[illegible]
মোট	১০১০৯		২৯৭৫৪১	৮৯০৯৯৯	[illegible]

Urban Area Plan Boundary with respect to Project Area Boundary

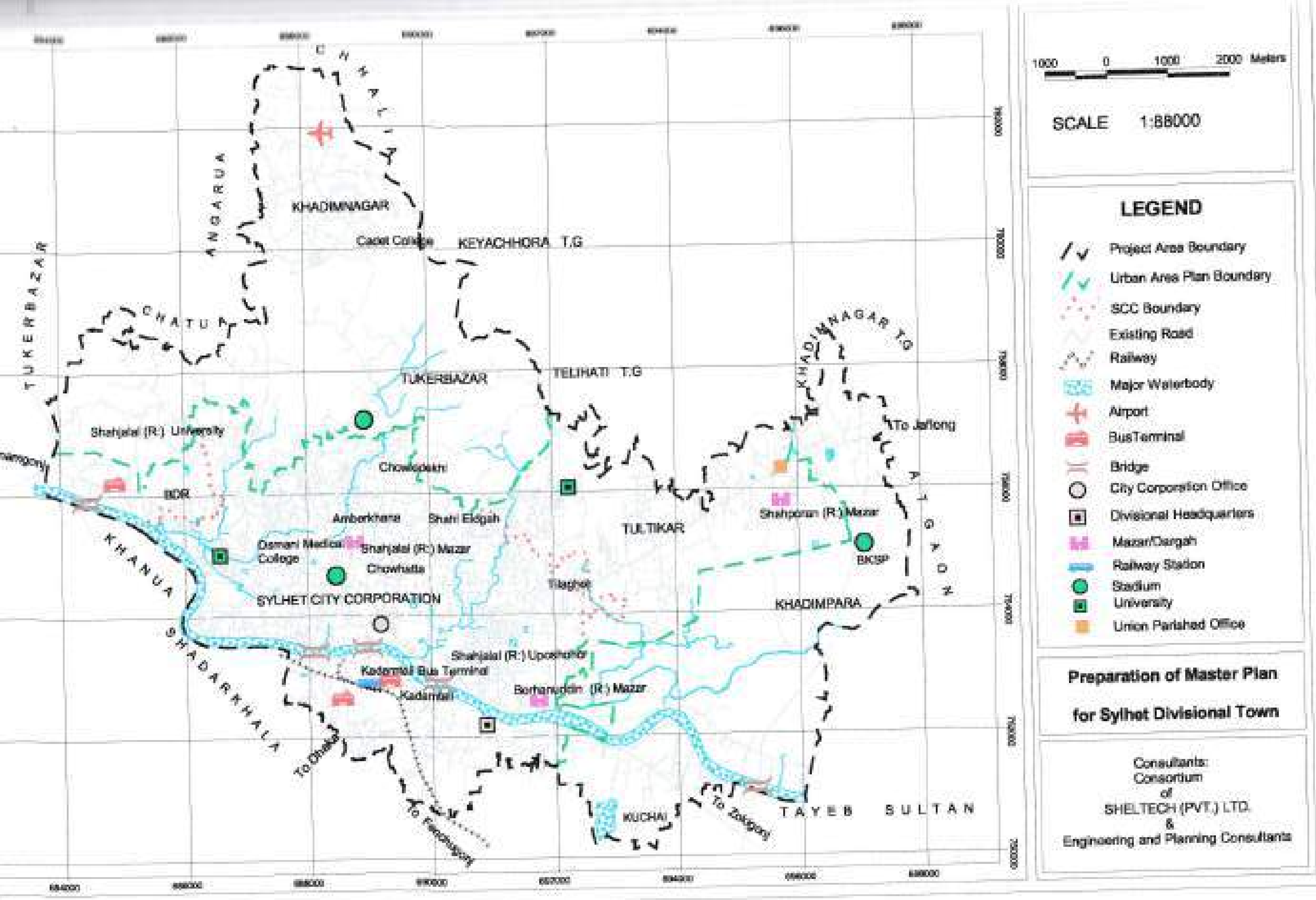

৬.৩.২ জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি ও জনঘনত্ব

আরবান এরিয়া প্ল্যান এলাকায় বর্তমান জনসংখ্যার ঘনত্ব একর প্রতি ৫৫ জন, যা (সারণি-৬.২)। আরবান এরিয়া প্ল্যানের মেয়াদ শেষে, অর্থাৎ ২০২০ সালে জনসংখ্যা ঘনত্ব ১৩০ জনে দাঁড়াবে এবং তখন জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার হবে ৮.৪%। ম্যাপ-৬.২ এ আরবান এরিয়া প্ল্যান এলাকার প্রবৃদ্ধি দেখানো হয়েছে। স্ট্রাকচার প্ল্যান ও আরবান এরিয়া প্ল্যান এলাকার জনসংখ্যা অভিক্ষেপ পরিশিষ্ট-৬.১ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি- ৬.৩: আরবান এরিয়া প্ল্যান এলাকার অভিক্ষেপকৃত জনসংখ্যা ও জনসংখ্যার ঘনত্ব

অভিক্ষেপকৃত জনসংখ্যা ও জনসংখ্যার ঘনত্ব						
	২০০৯		২০১৫		২০২০	
আয়তন (একর)	জনসংখ্যা	ঘনত্ব/ একর	জনসংখ্যা	ঘনত্ব/ একর	জনসংখ্যা	ঘনত্ব/ একর
১০১০৯	৫৬০১০৭	৫৫	৮৯০৯৯৯	৮৮	১৩১৩৪০৮	১৩০

উৎস: পরামর্শকগণ কর্তৃক হিসাবকৃত।

৬.৩.৩ সুপারিশকৃত মানদন্ড (Standard)

বাংলাদেশ পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। এখানে ভূমি সীমিত কিন্তু জনসংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। ক্রমাগত নগরায়ণের কারণে রাস্তা, স্কুল, হাসপাতাল, কারখানা, বাজার ইত্যাদির জন্য ভূমির চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সমস্ত সুযোগ সুবিধা দিতে গিয়ে প্রচুর কৃষি ভূমি অকৃষিজ খাতে চলে যাচ্ছে। তাই কৃষিভূমি তথা খাদ্য নিরাপত্তার জন্য ভূমি সংরক্ষণ অতি জরুরী। এ জন্য জমিতে অকৃষিজ ব্যবহার সীমিত করতে হবে। এই ধারণাকে সামনে রেখে আলোচ্য পরিকল্পনার মানদন্ড (Standard) প্রণয়ন করা হয়েছে। পরামর্শকগণ নিম্নবর্ণিত কিছু বিষয়ে পরিকল্পনার মানদন্ড তৈরী করেছে:

১. রাস্তা।
২. আবাসিক এলাকা।
৩. সামাজিক সুবিধা সমূহ।
৪. কমিউনিটি সুবিধাদি এবং বিনোদন।
৫. ভৌত অবকাঠামো সুবিধা।

নিম্নে উল্লেখিত বিষয়ে পরিকল্পনার মানদন্ড নিম্নে প্রদান করা হলো। বর্তমান পরিকল্পনায় এ সমস্ত মানদন্ড ব্যবহার করা হয়েছে। সিলেট সিটি কর্পোরেশন বা অন্যান্য উন্নয়ন সংস্থা তাদের পরিকল্পনায় এ গুলো ব্যবহার করতে পারে।

১. রাস্তা

ক. রাস্তার শ্রেণী বিভাগ বিষয়ক মানদন্ড

<u>প্রধান রাস্তা</u>

নতুন রাস্তা : ROW ৩০.৪৫ মিঃ (১০০ ফুট) (ROW : Right of Way)
বিদ্যমান রাস্তা প্রশস্তকরণ : ROW ১৮.৩০ মিঃ (৬০-৮০ ফুট)

<u>মাধ্যমিক রাস্তা</u>

নতুন রাস্তা : ROW ১২.২০ মিঃ (৪০ ফুট)
বিদ্যমান রাস্তা প্রশস্তকরণ : ROW ৯.১৫ মিঃ (৩০ ফুট)

<u>সংগ্রহকারী রাস্তা</u>

নতুন রাস্তা : ROW ৯.১৫ মিঃ (৩০ ফুট)
বিদ্যমান রাস্তা প্রশস্তকরণ : ROW ৬.০৯ মিঃ (২০ ফুট)

<u>প্রবেশ রাস্তা</u>

নতুন রাস্তা : ROW ৯.১৫ মিঃ (৩০ ফুট ন্যূনতম)
বিদ্যমান রাস্তা প্রশস্তকরণ : ROW ৬.০৯ মিঃ (২০ ফুট ন্যূনতম)

খ. মহল্লা এবং স্থানীয় রাস্তা

সকল মহল্লা এবং স্থানীয় রাস্তা ২০ ফুট থেকে ৪০ ফুট প্রশস্ত হবে। কোন অবস্থাতে ২০ ফুটের কম কোন রাস্তা নির্মাণ করা যাবে

গ. রাস্তার মানসম্পন্ন ডিজাইন

রাস্তার উপরিভাগ যথেষ্ট টেকসই হওয়া উচিত। সংযোগস্থলগুলোর ডিজাইন এমন হওয়া উচিত যাতে যানবাহন খুব সহজেই চলা করতে পারে। ব্রীজ এলাকায় রাস্তার ডিজাইন এমন হওয়া উচিত যাতে যানবাহনগুলো সাইট ডিসটেন্স পায় এবং মসৃণভাবে ব্রী আরোহন করতে পারে। বিস্তারিত **পরিশিষ্ট-৬.২** এ দেয়া আছে।

ঘ. বিভিন্ন শ্রেণীর রাস্তার কার্যকারিতা

বিভিন্ন শ্রেণীর রাস্তার আলাদা আলাদা কাজ রয়েছে। প্রবেশ রাস্তার কাজ প্রতিটি বাড়ী/ইমারত/ভূমি ব্যবহার থেকে ট্রাফিক (এখা ট্রাফিক বলতে পদব্রজে চলাচলকারীদেরও বোঝানো হয়েছে) সংগ্রহ করে সংগ্রহকারী রাস্তায় পৌঁছে দেয়া। আর মাধ্যমিক শ্রেণীর রা র কাজ ট্রাফিককে প্রধান রাস্তায় পৌঁছে দেয়া। তবে যভাবে রাস্তার শ্রেণী বিন্যাস করা হয়েছে বাস্তবে শহর গড়ে ওঠার সময় সেভাবে তৈরী হয় না। এক মাত্র পরিপূর্ণ পরিকল্পিত শহরেই এটা সম্ভব। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাস্তার প্রশস্ততার চেয়ে রা অবস্থান কোথায়, রাস্তার পাশে কি ধরনের ভূমি ব্যবহার রয়েছে তার উপর নির্ভর করে রাস্তার কাজ করা হয়।

২। আবাসন

ক. ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ

আবাসন ঘনত্ব অর্থ জনঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ এবং এই ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণের পরিবেশগত, সামাজিক ও ভৌত ইতিবাচক প্রভাব রয়ে অবকাঠামো কতটা টেকসই এবং দীর্ঘস্থায়ী হবে তাও অনেকটা নির্ভর করে জনঘনত্বের উপর। যথাযথ জনঘনত্ব বজায় অবকাঠামোর ব্যবহারও যথাযথভাবে করা সম্ভব। এখানে বিভিন্ন শ্রেণীর আবাসিক এলাকার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ঘনত্ব মানদন্ড প্রস্তাব হলো।

খ. সরকারী উদ্যোগে নির্মিত আবাসিক এলাকা

সিলেটে সিটি কর্পোরেশন বা NHA এর উদ্যোগে সার্বজনীন আবাসন প্রকল্প (প্লট) বাস্তবায়িত হতে পারে। তবে, সেখানে নিম্ন বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবে।

- প্রতি তিনকাঠা প্লটে গড়ে দুটি ইউনিট;
- প্রতিটি ভবন গড়ে তিন তলা;
- প্রতি ৩ কাঠা প্লটে ৬ টি পরিবার বসবাস করে;
- নেট ঘনত্ব হবে একরপ্রতি (১৫/৩ X ৬০) ৩০০ জন;

এখন নিম্নবর্ণিত উপায়ে গ্রোস ঘনত্ব হিসাব করা যেতে পারে:

- গড়ে একটি ১০০ একরের সবকটি আবাসিক এলাকার নেট আবাসিক এলাকার আয়তন ৬০ একর
- আবাসিক এলাকার মোট জনসংখ্যা: ৬০ X ৩০০ = ১৮,০০০ হলে
- আবাসিক এলাকার গ্রোস ঘনত্ব হবে: (১৮,০০০ ÷ ১০০): ১৮০ জন একরপ্রতি।

  সুতরাং,

  একরপ্রতি নেট ঘনত্ব হবে: ৩০০ জন

  একরপ্রতি গ্রোস ঘনত্ব হবে: ১৮০ জন

- এই ঘনত্ব মানদন্ড বাস্তবায়ন করতে হলে ১৯৫২ সালের ইমারত নির্মাণ আইন (সেকশন-১৮) সংশোধন করতে হবে।

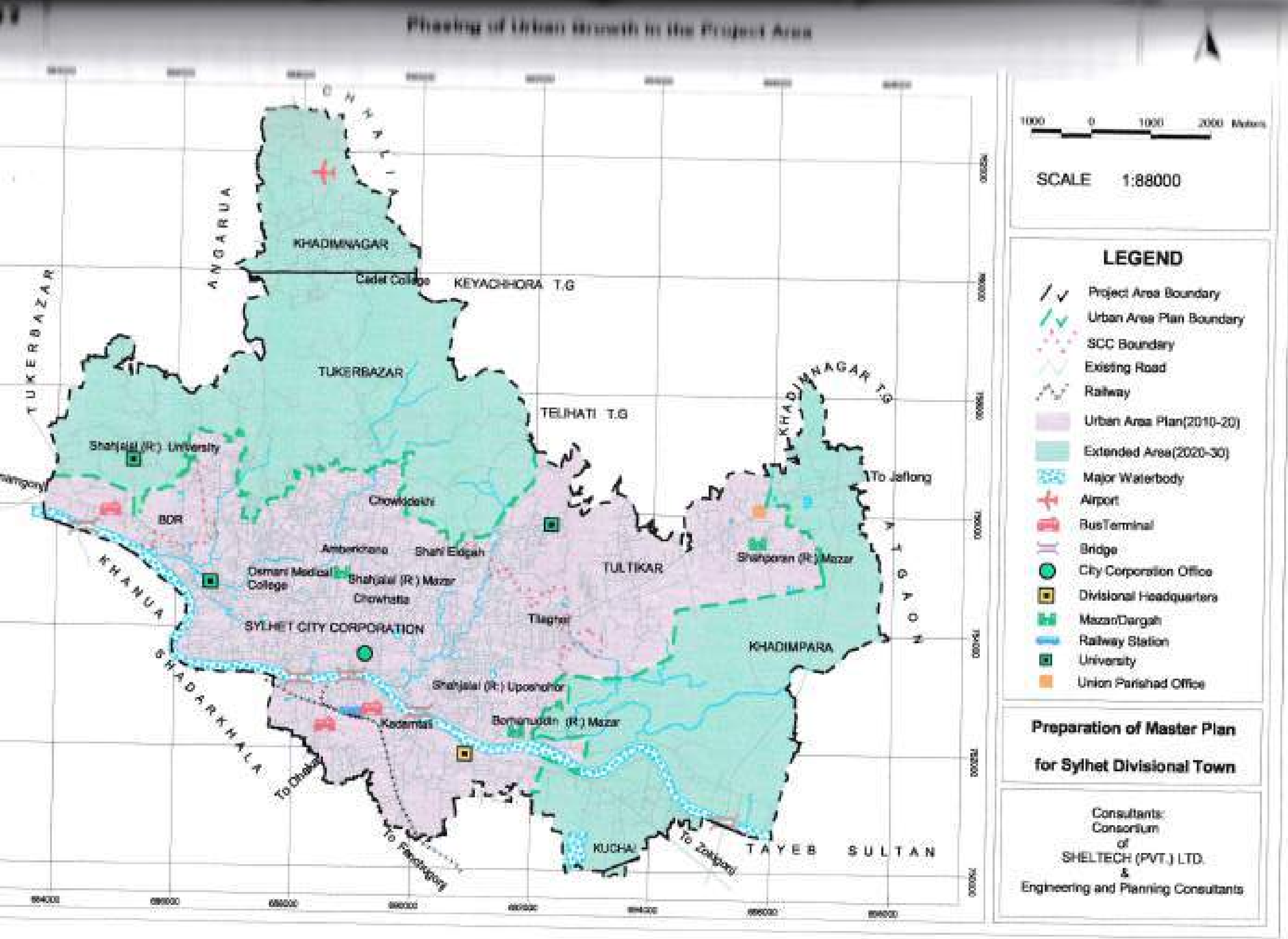
Phasing of Urban Growth in the Project Area
CHNALIA
ANGARUA
TUKERBAZAR
KHADIMNAGAR
Cadet College
KEYACHHORA T.G
TUKERBAZAR
TELIHATI T.G
KHADIMNAGAR T.G
Shahjalal (R.) University
To Jaflong
Chowkidekhi
BDR
Amberkhana
Shahi Eidgah
TULTIKAR
Shahporan (R.) Mazar
Osmani Medical College
Shahjalal (R.) Mazar
Chowhatta
KHANUA
SYLHET CITY CORPORATION
Tilaghar
KHADIMPARA
SHADARKHALA
Shahjalal (R.) Uposhohor
Kadamtali
Borhanuddin (R.) Mazar
To Dhaka
To Fenchuganj
KUCHAI
To Zakiganj
TAYEB SULTAN
SCALE 1:88000
1000 0 1000 2000 Meters
LEGEND
Project Area Boundary
Urban Area Plan Boundary
SCC Boundary
Existing Road
Railway
Urban Area Plan(2010-20)
Extended Area(2020-30)
Major Waterbody
Airport
BusTerminal
Bridge
City Corporation Office
Divisional Headquarters
Mazar/Dargah
Railway Station
University
Union Parishad Office
Preparation of Master Plan for Sylhet Divisional Town
Consultants:
Consortium
of
SHELTECH (PVT.) LTD.
&
Engineering and Planning Consultants

সরকারী উদ্যোগে নির্মিত আবাসিক এলাকা -বাণিজ্যিক ও সমবায়

উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করায় সরকারী আবাসন প্রকল্প সমূহের জন্য প্রণীত মানদণ্ড বাণিজ্যিকভাবে নির্মিত রিয়েল এস্টেট দির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা কঠিন হবে। বাণিজ্যিকভাবে এবং সমবায় আবাসন প্রকল্প সমূহের জন্য তাই পৃথক মানদণ্ড প্রয়োজন। এলাকায় **বাণিজ্যিক ও সমবায় আবাসন প্রকল্প সমূহের জন্য** একটি মানদণ্ড অনুসরণ করা হয় যা এখানে প্রয়োগ করা যেতে এই মানদণ্ড অনুযায়ী রাস্তাসহ বিভিন্ন ধরনের সার্ভিসের জন্য ৩৫% জমি সংরক্ষিত রাখতে হবে। কোন অবস্থাতে এই জমি যোগ্য হবে না। এই মানদণ্ড অনুসরণ করলে নিম্নবর্ণিত নেট এবং গ্রোস ঘনত্ব পাওয়া যাবে:

তি ৩ কাঠার প্লটে প্রতি ফ্লোরে গড়ে ২ টি ইউনিট;
তিটি ভবন ৩ তলা ;
তি ৩ কাঠার প্লটে (২ X ৩) ৬টি পরিবার বসবাস করবে;
তি ৩ কাঠার প্লটে জনসংখ্যা (পরিবারের গড় সাইজ ৫ জন ধরে): ৫ X ৩ = ১৫ জন;
করপ্রতি নেট আবাসিক ঘনত্ব: (১৫ ÷ ৩X ৬৫): ৩২৫ জন

তি:গ্রোস ঘনত্ব এভাবে হিসাব করা যায়:
০০ একরের একটি আবাসিক এলাকার নেট আয়তন ৬৫ একর
াবাসিক এলাকার মোট জনসংখ্যা: ৬০ X ৩২৫= ২১১২৫ জন হলে
াবাসিক এলাকার গ্রোস ঘনত্ব হবে: (২১১২৫ ÷ ১০০): ২১১ জন একরপ্রতি।

সুতরাং,

একরপ্রতি নেট ঘনত্ব হবে: ৩২৫ জন
একরপ্রতি গ্রোস ঘনত্ব হবে: ২১১ জন

নত্ব মানদণ্ড বাস্তবায়ন করতে হলে ১৯৫২ সালের ইমারত নির্মাণ আইন সংশোধন করতে হবে। উভয় শ্রেণীর পরিকল্পিত ক এলাকার উপরে উল্লেখিত ঘনত্বই চূড়ান্ত। ঘনত্ব বেশি ধরা হয়েছে যাতে যথেষ্ট পরিমাণে অবকাঠামো এবং সার্ভিস সুবিধা ায়, যদিও তা প্রাথমিক ব্যয় বৃদ্ধি করবে।

াপনা আপনি গড়ে ওঠা আবাসিক এলাকা

আপনি গড়ে ওঠা আবাসিক এলাকাসমূহে ঘনত্ব মানদণ্ড বাস্তবায়ন করা প্রায় একটি কঠিন কাজ। কারণ ঐ সমস্ত এলাকার মালিকানা ব্যক্তি পর্যায়ের এবং সামষ্টিকভাবে তাদের কোন সরকারী স্বীকৃতির প্রয়োজন নেই। ১৯৫২ সালের ইমারত নির্মাণ (১৯৯৬ সালে সংশোধিত) ভবনের উচ্চতা নির্ধারক ধারাটি ঘনত্ব নির্দিষ্ট করণের আপতত একমাত্র উপায়।

হল্লার আয়তন

ী বা বেসরকারীভাবে যে পরিকল্পিত আবাসিক এলাকা নির্মাণ করা হয় তাকে নেবারহুড বা মহল্লা বলা যেতে পারে। এ সমস্ত ক এলাকার একটি নির্দিষ্ট আয়তন এবং একটি নির্দিষ্ট জনসংখ্যা থাকে। এ ছাড়া কিছু কমিউনিটি সুযোগ সুবিধা প্রদান করা াকে যা আপনা আপনি গড়ে ওঠা আবাসিক এলাকায় থাকেনা। নিম্নবর্ণিত মানদণ্ডগুলি তাই শুধুমাত্র সরকারী বা কারীভাবে পরিকল্পিত আবাসিক এলাকাসমূহের জন্যই প্রয়োগযোগ্য হবে। একটি মহল্লার আয়তন কত হওয়া উচিত এ সম্পর্কে ী বা বেসরকারীভাবে নির্মিত আবাসিক এলাকার কোন মানদণ্ড নেই। তবে এই আয়তন এত বড় হওয়া উচিত নয় যাতে অধিবাসীদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক ব্যাহত হতে পারে। অবকাঠামো ব্যয় এবং সামাজিক মেলা মেশার কথা বিবেচনা করে শ করা হচ্ছে যেন,

কারী বা বেসরকারীভাবে পরিকল্পিত আবাসিক এলাকা (প্লট) যেন সর্ব নিম্ন ৩ একর এবং সর্বোচ্চ ৫০-৬০ একরের মধ্যে াবদ্ধ রাখা হয়।

সোবে সর্বোচ্চ আয়তনের একটি সরকারী আবাসন প্রকল্পের জনসংখ্যা হবে ১০ হাজার, অর্থাৎ একরপ্রতি গ্রোস জনঘনত্ব ২০০ বেসরকারী আবাসন প্রকল্পে এই জনসংখ্যা হবে ১১,০৫০ জন এবং একরপ্রতি গ্রোস জনঘনত্ব হবে ২২১ জন।

চ. কমিউনিটি সুবিধাদি এবং বিনোদন

মহল্লা সেন্টার

প্রতিটি এসপিজেড এ একটি মহল্লা সেন্টার নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে। একটি মহল্লা সেন্টারে যে সমস্ত সুযোগসুবিধা থাকবে

হলো,

- কমিউনিটি সেন্টার,
- প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র/ টীকাদান কেন্দ্র,
- ওয়ার্ড কাউন্সিলর অফিস,
- ওয়ার্ড ভিত্তিক পৌর সুবিধাদি।

প্রতি মহল্লা সেন্টারের জন্য স্থান প্রয়োজন হবে ০.৩০ একর। বহুতল বিশিষ্ট ইমারত নির্মাণ করে এ সমস্ত সুবিধাদি প্রদান ক হবে।

৬.৪ আরবান এরিয়া প্ল্যানের উন্নয়ন প্রস্তাবনা

৬.৪.১ আবাসন এলাকা উন্নয়ন

ক. আবাসন এলাকা উন্নয়ন নীতি পর্যালোচনা

সিলেটের বর্তমান নগরায়ন ধারা এবং মানুষের ক্রয় ক্ষমতা দেখে মনে হয় যে এখানে বড় ধরনের আবাসন নির্মাণের সুযোগ র প্রচুর রেমিটেন্স আমদানী এবং দ্রুত বর্ধিষ্ণু হওয়ায় সিলেটের জন্য এই সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে । এখানে সাইট এ্যান্ড সার্ভিস প্রকল্প সহজতর হবে। জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ এখানে একটি বড় ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করতে পারে। এ সুযোগ বেসরকারী আ ব্যবসায়ীরাও নিতে পারে। তবে প্রকৃত অর্থে আবাসন সমস্যা সমাধান লক্ষ্য হলে সবচেয়ে ভালো হবে যদি সরকারী প্রতিষ্ঠান সরাসরি আবাসন প্রদান না করে অবকাঠামো সুবিধা প্রদান করে সাধারণ মানুষ এবং বেসরকারী আবাসন ব্যবসায়ীদের আ নির্মানের জন্য সুযোগ তৈরী করে দেয়। এজন্য সম্ভাব্য পদ্ধতি উদ্ভাবন করে অবকাঠামো নির্মাণ ব্যয় পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা গ্রহণ যেতে পারে। সিটি কর্পোরেশন এ ব্যাপারে উদ্যোগী হতে পারে। এ জন্য সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগের উপর জোর দিতে জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষও এই নীতি গ্রহণ করে আবাসন সমস্যা সমাধানে যথেষ্ট অবদান রাখতে পারে। এই নীতি অনুযায়ী কর্ সব ধরনের অবকাঠামো এবং সার্ভিস সুবিধাদি প্রদান করবে যাতে যে কেউ সহজেই আবাসন নির্মাণ করে বসবাস করতে সরকার উপযুক্ত পদ্ধতি তৈরী করে সুবিধাভোগীদের কাছ থেকে উন্নয়ন ব্যয় আদায় করে নেবে। এই পদ্ধতির প্রয়োগ অনেকগুলো সুবিধা পাওয়া যাবে, যেমন,

প্রথমত, অবকাঠামো নির্মাণের জন্য (যেমন রাস্তা) ভুমি বিনামূল্যে সুবিধাভোগীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, এ জন্য সরকারী ব্যয় প্রয়োজন হবেনা ফলে প্রচুর রাষ্ট্রীয় অর্থ সাশ্রয় হবে যা অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহার যাবে।

তৃতীয়ত, যেহেতু এ ধরনের প্রকল্পে ভুমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হবেনা, তাই প্রকল্প বাস্তবায়নে অনেক সময় বেঁচে যাবে এবং কম হবে।

চতুর্থত, তৈরী অবকাঠামো পেলে বেসরকারী আবাসন ব্যবসায়ীরা আবাসন নির্মাণে উৎসাহিত হবে, ফলে শহরে বিনিয়োগ পাবে।

পঞ্চমত, অবকাঠামো এবং সার্ভিস সুবিধা বৃদ্ধি পাওয়ায় নগরায়ন ত্বরান্বিত হবে।

বহু ধরণের অংশগ্রহণমূলক আবাসন নির্মাণের পদ্ধতি প্রচলিত আছে। সিলেটের ক্ষেত্রে উপযুক্ত পদ্ধতি বেছে নিয়ে আবাসন নি অগ্রসর হলে দ্রুত আবাসন সমস্যার অনেকটাই সমাধান হতে পারে। উদ্যোগী হয়ে পেশাদারদের মাধ্যমে নতুন অংশগ্রহণ

Attachment-7

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
সিলেট আঞ্চলিক অফিস, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
সিনিয়র প্ল্যানার এর কার্যালয়
সিলেট সিটি কর্পোরেশন ভবন (৫ম তলা), তোপখানা,
সিলেট

স্মারক নম্বর: ২৫.৪৫.৯১৬২.১০৩.২২.০০২.২০.৩১৮ | তারিখ: ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৯ / ১৪ ডিসেম্বর ২০২২

বিষয়: **নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক অফিসের তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর আওতায় সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনলাইন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন (ডিসেম্বর, ২০২২) প্রেরণ প্রসঙ্গে।**

যথাযথ সম্মান পূর্বক উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক অফিসের তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর আওতায় সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অনলাইন সম্পর্কিত (রিফ্রেসার্স কোর্স) প্রশিক্ষণ প্রতিবেদনটি (ডিসেম্বর, ২০২২) সদয় পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

১৪-১২-২০২২
জনাব শাহীন আহম্মেদ
সিনিয়র প্ল্যানার

পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
পরিচালক এর দপ্তর
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

স্মারক নম্বর: ২৫.৪৫.৯১৬২.১০৩.২২.০০২.২০.৩১৮/১(১২) | তারিখ: ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৯ / ১৪ ডিসেম্বর ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) উপ-পরিচালক, উপ-পরিচালক এর দপ্তর(ভৌত পরিকল্পণা), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
২) উপ-পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), উপ-পরিচালক এর দপ্তর(গবেষণা ও সমন্বয়), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৩) সিনিয়র প্ল্যানার , সিলেট আঞ্চলিক অফিস, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট
৪) সিনিয়র প্ল্যানার, রিজিওনাল প্লানিং, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৫) সিনিয়র প্ল্যানার, টাউন প্লানিং, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৬) প্ল্যানার, থানা সেন্টার প্লানিং-২, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৭) প্ল্যানার, রিজিওনাল প্লানিং, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৮) প্ল্যানার, ট্রেনিং এন্ড ডকুমেন্টেশন সেল, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

৯) সহকারী প্ল্যানার, টাউন প্লানিং, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

১০) হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, হিসাব শাখা, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

১১) প্রশাসনিক কর্মকর্তা, প্রশাসন শাখা, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

১২) অফিস কপি।

১৪-১২-২০২২
জনাব শাহীন আহম্মেদ
সিনিয়র প্ল্যানার

তথ্য অধিকার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ (২০২২-২৩)

প্রশিক্ষণের বিষয়: সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অনলাইন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ (রিফ্রেসার্স কোর্স)।

সময় : দুপুর ২:০০ ঘটিকা হতে বিকাল ৪:০০ ঘটিকা পর্যন্ত (০২ ঘন্টা ব্যাপী)

তারিখ : ১৩/১২/২০২২ খ্রি:

প্রশিক্ষণের সারাংশ:

(ক) সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত অংশঃ সিনিয়র প্লানার, সিলেট প্রশিক্ষণে সকলকে স্বাগত জানান। তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের জানান যে, অত্র প্রশিক্ষণটি তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর কার্যক্রম ১.৬.১ তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের আওতায় বাৎসরিক ০৩ (তিন) টি প্রশিক্ষণের ১ম প্রশিক্ষণ। তিনি জানান যে, এটি পূর্ববর্তী বৎসরের ১টি রিফ্রেসার্স কোর্স। তিনি জানান যে, তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য তথ্য অধিকার বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য তথ্য অধিকার বিষয়ে অনলাইন প্রশিক্ষণের গাইডলাইন প্রস্তুত করেছে। সকল দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের এই অনলাইন প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে অনলাইন সার্টিফিকেট গ্রহণ বাধ্যতামূলক। অতঃপর তিনি অনলাইন প্রশিক্ষণ নির্দেশিকাটি PPT এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে উপস্থাপন করেন। তিনি নির্দেশিকায় উল্লেখিত ১০ (দশ) টি অধিবেশন এর বিভিন্ন পাঠ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করেন। তাছাড়া তিনি অনলাইন কোর্সে অংশগ্রহণের নিয়মাবলী; অনলাইন প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত সাধারণ প্রশ্ন ও উত্তরসমূহ (FAQs); সাধারণ সমস্যাবলীর সমাধান; দাপ্তরিক তথ্যসংরক্ষণের বিভিন্ন নমুনা ছক নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি অতঃপর তাঁর অনলাইন প্রশিক্ষণ সার্টিফিকেট দেখান। তিনি জানান যে, অত্র প্রশিক্ষণের PPT টি সিলেট আঞ্চলিক অফিসের তথ্য বাতায়নভুক্ত ওয়েবসাইটের (www.udd.sylhet.gov.bd) এর তথ্য অধিকার আইন সেবাবক্সের "প্রতিবেদন ও প্রশিক্ষণসমূহ" লিংকে আপলোড করা আছে। পরিশেষে তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

(খ) প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত/প্রতিক্রিয়াঃ প্রশিক্ষণার্থীরা তথ্য অধিকার আইন এর অনলাইন প্রশিক্ষণের মূল উপাদানসমূহ কর্ম ও সরকারী নির্দেশনা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করেন।

(গ) শাখা প্রধানের বক্তব্যঃ এ ট্রেনিং এর মাধ্যমে সরকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করেন।

Shaheen Ahmed 13/12/2022

(শাহীন আহম্মেদ)
সিনিয়র প্ল্যানার
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট

উপস্থিতি তালিকাঃ

প্রশিক্ষণের বিষয়ঃ সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অনলাইন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ (রিফ্রেসার্স কোর্স)।

সময়ঃ দুপুর ২:০০ ঘটিকা হতে বিকাল ৪:০০ ঘটিকা পর্যন্ত (০২ ঘন্টা ব্যাপী)

তারিখঃ ১৩/১২/২০২২ খ্রিঃ

প্রশিক্ষণ প্রদানকারীর নাম ও পদবী: জনাব শাহীন আহম্মেদ, সিনিয়র প্ল্যানার

ক্র. নং	নাম	পদবী	প্রশিক্ষণার্থীর স্বাক্ষর ও তারিখ
১।	জনাব বাদশা মিয়া	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	বাদশা মিয়া ১৩/১২/2022
২।	জনাব মোঃ নুরুজ্জামান ভূইয়া	রেখাকার	১৩/১২/2022
৩।	জনাব মোঃ রুবেল হোসেন	সার্ভেয়ার	১৩/১২/২০22

Shaheen Ahmed 13/12/2022

(শাহীন আহম্মেদ)
সিনিয়র প্ল্যানার
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
সিলেট আঞ্চলিক অফিস, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
সিনিয়র প্ল্যানার এর কার্যালয়
সিলেট সিটি কর্পোরেশন ভবন (৫ম তলা), তোপখানা,
সিলেট

নম্বর: ২৫.০০.০০০০.০০০.২৫.০০২.১৮.৪০

তারিখ: ২৬ মাঘ ১৪২৯
০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

অফিস আদেশ

আগামী ১২/০২/২০২৩ ইং তারিখে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর সিলেট আঞ্চলিক অফিসে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত বাৎসরিক ৬০ ঘন্ট অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ এর আওতায় কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত “অনলাইন হতে টেলিফোন ও ইন্টারনেট বিল সংগ্রহকরণ” এবং তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২৩ এর আওতায় “তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা (রিফ্রেসার্স কোর্স)” শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণে সংযুক্ত সূচী অনুযায়ী নির্ধারিত সেশনে অংশগ্রহণ করার জন্য সিলেট আঞ্চলিক অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে নির্দেশক্রমে আদেশ প্রদান করা হলো। প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীরা বিধি মোতাবেক সম্মানী ও প্রশিক্ষণভাতা প্রাপ্য হবেন।

সংযুক্তিঃ প্রশিক্ষণসূচী

৯-২-২০২৩
জনাব শাহীন আহম্মেদ
সিনিয়র প্ল্যানার

নম্বর: ২৫.০০.০০০০.০০০.২৫.০০২.১৮.৪০/১(১৪)

তারিখ: ২৬ মাঘ ১৪২৯
০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

অবগতি ও প্রয়োজনীয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল:
১) পরিচালক (চলতি দায়িত্ব), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
২) উপ-পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), উপ-পরিচালক এর দপ্তর(ভৌত পরিকল্পণা), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৩) উপ-পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), উপ-পরিচালক এর দপ্তর(গবেষণা ও সমন্বয়), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৪) ডিভিশনাল কন্ট্রোলার অব একাউন্টস, সিলেট
৫) সিনিয়র প্ল্যানার , সিলেট আঞ্চলিক অফিস, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট
৬) সহকারী প্ল্যানার, ট্রেনিং এন্ড ডকুমেন্টেশন সেল, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৭) হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, হিসাব শাখা, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৮) প্ল্যানার, ট্রেনিং এন্ড ডকুমেন্টেশন সেল, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

৯) প্রশাসনিক কর্মকর্তা, প্রশাসন শাখা, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

১০) অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, সিনিয়র প্ল্যানার এর কার্যালয়, সিলেট আঞ্চলিক অফিস, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট

১১) জনাব মোঃ নূরুজ্জামান ভূইয়া, রেখাকার, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট

১২) জনাব মোঃ রুবেল হোসেন, সার্ভেয়ার, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট

১৩) জনাব আমির হামজা, খালাসী, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট

১৪) অফিস কপি

৯-২-২০২৩
জনাব শাহীন আহম্মেদ
সিনিয়র প্ল্যানার

12-02-2023

সেশন: বিকাল

আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ২০২২-২৩

"তথ্য অবমুক্তকরন নির্দেশিকা (রিফ্রেশার্স কোর্স)"

উপস্থাপনায়ঃ
শাহীন আহম্মেদ
সিনিয়র প্ল্যানার
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
সিলেট আঞ্চলিক কার্যালয়
তোপখানা, সিলেট
মোবাইলঃ ০১৭৭৭-৪০০-৯৫৯
ই-মেইলঃ ashaheen11921@gmail.com
uddsylhet@yahoo.com sps@udd.gov.bd

Content: Collected

উপস্থাপনার রুপরেখা

১। তথ্য অবমুক্তকরন নির্দেশিকা কেন দরকার?

২। অবমুক্তকৃত তথ্যের তালিকা ও প্রাপ্তিস্থাণ

৩। তথ্য প্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

৪। তথ্য চাওযার আবেদন ফরমসমুহ এবং প্রযোজনীয় ফীসমুহ

৫। অনলাইনে তথ্য না প্রাপ্তিতে অভিযোগ দাখিল/অনলাইন ট্র্যাকিং

৬। কোন তথ্য দেয়া বাধ্যতামূলক নয়

৭। প্রশ্নোত্তর

তথ্য অবমুক্তকরন নির্দেশিকা কেন দরকার?

১। তথ্য পাওয়ার অধিকার সংবিধান দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে। সংবিধানের ৭ (১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ‘জনগন দেশের সকল ক্ষমতার মালিক’। তাই জনগনের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে তথ্য অবমুক্ত করা অত্যাবশ্যক।

২। তথ্য জানার অধিকার নিশ্চিত হলে জনগণের চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতার সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত হয়।

৩। জনগণের তথ্য জানার ওপাবার অধিকার নিশ্চিত হলে সরকারি ও সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংগঠনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পায়, দুর্নীতি হ্রাস পায় ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

অবমুক্তকৃত তথ্যের তালিকা ও প্রাপ্তিস্থান

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৫ ধারা মোতাবেক নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক অফিস, তোপখানা, সিলেট এর তথ্যাবলীর ক্যাটাগরি ও ক্যাটালগ নিম্নরূপ:

ক্র: নং	তথ্যের বিবরণ		সেবা প্রদান পদ্ধতি
১	অফিস সম্পর্কিত	এক নজরে, মিশন ও ভিশন, অর্জনসমূহ, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ড, ফটোগ্যালারি	ওয়েবসাইট লিংক (http://udd.sylhet.gov.bd/#)মুদ্রিত অনুলিপি
২	জনবল	অফিস প্রধান, প্রাক্তন অফিস প্রধানগণ, সাংগঠনিক কাঠামো, কর্মকর্তাগণ, উপজেলা অফিসের কর্মকর্তাগণ, কর্মচারীবৃন্দ, তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা	ওয়েবসাইট লিংক (http://udd.sylhet.gov.bd/#)মুদ্রিত অনুলিপি
৩	ই-সেবা	ই-নথি সংক্রান্ত, ই-সেবা সম্পর্কিত অফিস আদেশসমূহ, ই-গভর্ন্যান্স সম্পর্কিত প্রতিবেদন/প্রশিক্ষণসমূহ	ওয়েবসাইট লিংক (http://udd.sylhet.gov.bd/#)মুদ্রিত অনুলিপি
৪	সেবাসমূহ	সেবার তালিকা, রেজিস্ট্রার ও প্রশিক্ষণসমূহ, কী সেবা কীভাবে পাবেন/অফিস আদেশসমূহ, সিটিজেন চার্টার ও সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, সেবাকুঞ্জ	ওয়েবসাইট লিংক (http://udd.sylhet.gov.bd/#)মুদ্রিত অনুলিপি
৫	শুদ্ধাচার	শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা/স্ব-মূল্যায়ন, শুদ্ধাচার মাসিক প্রতিবেদন, শুদ্ধাচার ত্রৈমাসিক/কোয়ার্টার প্রতিবেদন, বিবিধ/অফিস আদেশ/প্রশিক্ষণসমূহ	ওয়েবসাইট লিংক (http://udd.sylhet.gov.bd/#)মুদ্রিত অনুলিপি
৬	আমাদের বিষয়ে	কর্মকর্তাবৃন্দ, কর্মচারীবৃন্দ, সাংগঠনিক কাঠামো, আউট সোর্সিং ও অফিস আদেশসমূহ, যোগাযোগ	ওয়েবসাইট লিংক (http://udd.sylhet.gov.bd/#)মুদ্রিত অনুলিপি
৭	ভূমি অধিগ্রহণ কাগজপত্র/নকশাসহ	ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত আইন/নীতিমালা/ম্যানুয়েল, কাগজপত্র সংক্রান্ত আবেদনপত্র/চিঠি/মাসিক প্রতিবেদন, সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন, উপযুক্ত কাগজপত্র/নকশাসমূহ	ওয়েবসাইট লিংক (http://udd.sylhet.gov.bd/#)মুদ্রিত অনুলিপি
৮	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা	অভিযোগ নিষ্পত্তিকারী কর্মকর্তার তালিকা ও অভিযোগ বক্স, অনলাইনে অভিযোগ দাখিল, মাসিক/ত্রৈমাসিক/অন্যান্য প্রতিবেদন, বিবিধ/প্রশিক্ষণ	ওয়েবসাইট লিংক (http://udd.sylhet.gov.bd/#)মুদ্রিত অনুলিপি
৯	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি	সম্পাদিত চুক্তিসমূহ ও বাৎসরিক অর্জনসমূহ, APA প্রশিক্ষণ/কর্মপরিকল্পনাসমূহ, মাসিক প্রতিবেদনসমূহ, ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনসমূহ	ওয়েবসাইট লিংক (http://udd.sylhet.gov.bd/#)মুদ্রিত অনুলিপি
১০	তথ্য অধিকার আইন	তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা, তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা, প্রতিবেদন ও প্রশিক্ষণসমূহ, তথ্য অধিকার আইন ও বিবিধ	ওয়েবসাইট লিংক (http://udd.sylhet.gov.bd/#)মুদ্রিত অনুলিপি
১১	সরকারী ক্রয়	বার্ষিক/মাসিক ক্রয় পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ও বিধিমালা, টেন্ডার/কোটেশন সংক্রান্ত বাজেট, রিকনসিলেশন ও মাসিক ব্যয় বিবরণী	ওয়েবসাইট লিংক (http://udd.sylhet.gov.bd/#)মুদ্রিত অনুলিপি
১২	গুরুত্বপূর্ণ ম্যাপসমূহ	সিলেট মাস্টারপ্ল্যান ম্যাপসমূহ, সেন্ট্রাল ম্যাপসমূহ, প্রস্তাবনা ম্যাপসমূহ, জিআইএস প্রশিক্ষণ/বিবিধ	ওয়েবসাইট লিংক (http://udd.sylhet.gov.bd/#)মুদ্রিত অনুলিপি
১৩	আইন ও বিধি	আইন, বিধিমালা, পরিপত্র/নীতিমালা, বিবিধ	ওয়েবসাইট লিংক (http://udd.sylhet.gov.bd/#)মুদ্রিত অনুলিপি
১৪	বিভিন্ন বাতায়ন	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের বাতায়ন, সিলেট আঞ্চলিক অফিসের বাতায়ন, কক্সবাজার আঞ্চলিক অফিস	ওয়েবসাইট লিংক (http://udd.sylhet.gov.bd/#)মুদ্রিত অনুলিপি
১৫	করোনা প্রতিরোধে আমরা	সরকারী নির্দেশনাসমূহ, গৃহীত পদক্ষেপসমূহ, ভবিষ্যৎ করণীয়, বিবিধ	ওয়েবসাইট লিংক (http://udd.sylhet.gov.bd/#)মুদ্রিত অনুলিপি
১৬	রুটিন ওয়ার্ক-১	মাসিক হাজিরা প্রতিবেদন, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ছক প্রতিবেদন, ছুটি সংক্রান্ত, স্বাক্ষর-অস্বাক্ষর সম্পর্কিত তালিকা	ওয়েবসাইট লিংক (http://udd.sylhet.gov.bd/#)মুদ্রিত অনুলিপি

অবমুক্তকৃত তথ্যের তালিকা ও প্রাপ্তিস্থান....চলমান

ক্র: নং	তথ্যের বিবরন		সেবা প্রদান পদ্ধতি
১৭	গনশুনানী	গনশুনানী মাসিক প্রতিবেদনসমুহ, অংশীজন/স্টেকহোল্ডার সভা সংক্রান্ত	ওয়েবসাইট লিংক (http://udd.sylhet.gov.bd/#)মুদ্রিত অনুলিপি
১৮	প্রকল্প মনিটরিং	সমীক্ষা প্রকল্প প্রস্তাবনাসমুহ, প্রকল্প সম্পর্কিত অফিস আদেশসমুহ, প্রকল্প পরিদর্শন ঘটনাসমুহ, প্রকল্প সম্পর্কীয় প্রতিবেদনসমুহ	ওয়েবসাইট লিংক (http://udd.sylhet.gov.bd/#)মুদ্রিত অনুলিপি
১৯	প্রশিক্ষণ	ইন-হাউজ ট্রেনিং, নৈতিকতা বিষয়ক প্রশিক্ষন/সভাসমুহ, সুশাসন বিষয়ক প্রশিক্ষনসমুহ, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল/সার্টিফিকেট/বিবিধ	ওয়েবসাইট লিংক (http://udd.sylhet.gov.bd/#)মুদ্রিত অনুলিপি
২০	রুটিন ওয়ার্ক-২	তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ, উত্তম চর্চার তালিকা/প্রতিবেদনসমুহ, প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন বাস্তবায়ন, নিলাম/মালামাল অকেজো ঘোষনাকরন সংক্রান্ত	ওয়েবসাইট লিংক (http://udd.sylhet.gov.bd/#)মুদ্রিত অনুলিপি
২১	মনিটরিং	শাখা পরিদর্শন, মাষ্টারপ্ল্যান বাস্তবায়ন মনিটরিং, উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা/ডিপিপি প্রনয়ণ সংক্রান্ত নির্দেশিকা, প্রগ্রেস মনিটরিং	ওয়েবসাইট লিংক (http://udd.sylhet.gov.bd/#)মুদ্রিত অনুলিপি
২২	ডাউনলোড	উপজেলাসমুহের মাষ্টারপ্ল্যান, সিলেট বিভাগীয় শহরের মাষ্টার প্ল্যান (২০১০-২০৩০), লিফলেট-ব্রোসিয়ার_ সিলেট মাষ্টার প্ল্যান (২০২১-২০৩০), বাংলায় মাষ্টারপ্ল্যান ও অন্যান্য	ওয়েবসাইট লিংক (http://udd.sylhet.gov.bd/#)মুদ্রিত অনুলিপি
২৩	গবেষণা	গবেষণা প্রতিবেদনসমুহ, গবেষণা প্রকাশনাসমুহ, চলমান গবেষণাসমুহ, SDGs সম্পর্কিত	ওয়েবসাইট লিংক (http://udd.sylhet.gov.bd/#)মুদ্রিত অনুলিপি
২৪	দিবস উদযাপন	দিবস উদযাপনের প্রজ্ঞাপন/অফিস আদেশসমুহ, দিবস উদযাপনে গৃহিত কার্যক্রমসমুহ, সেবা সপ্তাহ উদযাপন, দিবস উদযাপনের স্মরণিকাসমুহ	ওয়েবসাইট লিংক (http://udd.sylhet.gov.bd/#)মুদ্রিত অনুলিপি
২৫	গ্যালারী	জুম সভাসমুহের ছবি, ১৫ আগষ্ট জাতীয় শোক দিবস ২০২১, ৭ই-মার্চের-ভাষণ, পেপার ক্লিপস	ওয়েবসাইট লিংক (http://udd.sylhet.gov.bd/#)মুদ্রিত অনুলিপি
২৬	সেমিনার/ ওয়ার্কশপ	সেমিনার সংক্রান্ত অফিস আদেশ/প্রজ্ঞাপনসমুহ, সেমিনার প্রসিডিংস, সেমিনার সংক্রান্ত কোটেশন/কার্যাদেশ, সেমিনার এর ফটোগ্যালারী	ওয়েবসাইট লিংক (http://udd.sylhet.gov.bd/#)মুদ্রিত অনুলিপি
২৭	লাইব্রেরী	বই এর তালিকা, ই-বই, প্রকাশনা সংক্রান্ত	ওয়েবসাইট লিংক (http://udd.sylhet.gov.bd/#)মুদ্রিত অনুলিপি
২৮	অডিট আপত্তি	আভ্যন্তরীণ অডিট আপত্তিসমুহ, পূর্ত অডিট আপত্তিসমুহ, নিস্পত্তিকৃত অডিট আপত্তিসমুহ, বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত	ওয়েবসাইট লিংক (http://udd.sylhet.gov.bd/#)মুদ্রিত অনুলিপি

Shaheen Ahmed 16/01/2023

(শাহীন আহম্মেদ)
সিনিয়র প্ল্যানার
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তথ্য প্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
প্রশাসন শাখা
www.udd.gov.bd

স্মারক নম্বর: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩২.০০৩.১৭.৯৪৯ তারিখ: ১২ কার্তিক ১৪২৮
২৮ অক্টোবর ২০২১

বিষয়: তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ এর প্রেক্ষিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) নিয়োগ ও আপিল কর্তৃপক্ষ (আইটিআই) সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণ প্রসংগে।

সূত্র: মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-২৫.০০.০০০০.০১৫.৯৯.০৩০.০৬(অংশ-২)-১১৯৫, তারিখঃ ২৮-০৮-২০১৬।

যথাযথ সম্মান পূর্বক উপরোক্ত বিষয় ও সুত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর প্রেক্ষিতে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের হালনাগাদ আপীল কর্তৃপক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নামের তালিকা পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরন করা হল।

ক্রমিক নং	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার হালনাগাদ তথ্য	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে প্রদত্ত দায়িত্ব
১	জনাব মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার, সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (ফোনঃ ৯৮৫৫৪৮৮, ই-মেইলঃ sec16mohpw@gmail.com)	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের আপীল কর্তৃপক্ষ
২	জনাব ড. খুরশীদ জাবিন হোসেন তৌফিক, পরিচালক, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা। (ফোনঃ ৯৫৬২৭২৮, ই-মেইলঃ director@udd.gov.bd)	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল আঞ্চলিক কার্যালয়ের আপীল কর্তৃপক্ষ
৩	জনাব শাহীন আহম্মেদ, সিনিয়র প্ল্যানার, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট (ফোনঃ ০৮২১-৭২৯০৮৯, ই-মেইলঃ sps@udd.gov.bd)	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
৪	জনাব প্রভাষ চন্দ্র কুন্ডু, সিনিয়র প্ল্যানার, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, খুলনা আঞ্চলিক অফিস, খালিশপুর, খুলনা(ফোনঃ ০৪১-৭৬১২৩৩, ই-মেইলঃspk@udd.gov.bd)	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
৫	জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেন, সিনিয়র প্ল্যানার, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, কেন্দ্রীয় কার্যালয়, ঢাকা (ফোনঃ ৯৫৫৪৯২৫, ই-মেইলঃ sptp@udd.gov.bd)	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
৬	জনাব আসাদুজ্জামান, সিনিয়র প্ল্যানার, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, বরিশাল আঞ্চলিক অফিস, বরিশাল (ফোনঃ ০৪৩-১৬৩৬৭৯, ই-মেইলঃ spb@udd.gov.bd)	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
৭	জনাব মোঃ নাজিম উদ্দিন, সিনিয়র প্ল্যানার (অতিরিক্ত দায়িত্ব), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, কক্সবাজার আঞ্চলিক অফিস, বাহারছড়া, কক্সবাজার (ফোনঃ ০৩৪১-৫১৩৬৫, ই-মেইলঃ spcb@udd.gov.bd)	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

১

তথ্য প্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা....চলমান

৮	জনাব মোঃ ফখরুল ইসলাম, সিনিয়র প্ল্যানার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস, সপুরা রাজশাহী (ফোনঃ ০৭২১-৭৬১৬৮২, ই-মেইলঃ spr@udd.gov.bd)	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

২৮-১০-২০২১
ড. খুরশীদ জাবিন হোসেন তৌফিক
পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)

সচিব
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

দৃষ্টি আকর্ষণঃ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন অনুবিভাগ-২), অতিরিক্ত সচিবের দপ্তর, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩২.০০৩.১৭.৯৪৯/১(১৩)

তারিখ: ১২ কার্তিক ১৪২৮
২৮ অক্টোবর ২০২১

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:
১) পরিচালক (চলতি দায়িত্ব), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
২) একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
৩) একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
৪) উপসচিব, প্রশাসন শাখা-৩, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
৫) উপ-পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), উপ-পরিচালক এর দপ্তর(ভৌত পরিকল্পনা/গবেষনা ও সমন্বয়), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৬) সিনিয়র প্ল্যানার , সিলেট আঞ্চলিক অফিস, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট
৭) সিনিয়র প্ল্যানার , খুলনা আঞ্চলিক অফিস, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, খুলনা
৮) সিনিয়র প্ল্যানার, টাউন প্লানিং, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৯) সিনিয়র প্ল্যানার , বরিশাল আঞ্চলিক অফিস, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, বরিশাল
১০) সিনিয়র প্ল্যানার , কক্সবাজার আঞ্চলিক অফিস, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, কক্সবাজার
১১) সিনিয়র প্ল্যানার (অতিরিক্ত দায়িত্ব), রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজশাহী
১২) প্ল্যানার, ট্রেনিং এন্ড ডকুমেন্টেশন সেল, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর ((পত্রটি ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হল)
১৩) প্রশাসনিক কর্মকর্তা, প্রশাসন শাখা, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

২৮-১০-২০২১
মোঃ সাইফুর রহমান
প্ল্যানার ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা

২

তথ্য প্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা....চলমান

৮	জনাব মোঃ ফখরুল ইসলাম, সিনিয়র প্ল্যানার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস, সপুরা রাজশাহী (ফোনঃ ০৭২১-৭৬১৬৮২, ই-মেইলঃ spr@udd.gov.bd)	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

২৮-১০-২০২১
ড. খুরশীদ জাবিন হোসেন তৌফিক
পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)

সচিব
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

দৃষ্টি আকর্ষণঃ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন অনুবিভাগ-২), অতিরিক্ত সচিবের দপ্তর, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর: ২৫.৪৫.০০০০.০০০.৩২.০০৩.১৭.৯৪৯/১(১৩)

তারিখ: ১২ কার্তিক ১৪২৮
২৮ অক্টোবর ২০২১

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:
১) পরিচালক (চলতি দায়িত্ব), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
২) একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
৩) একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
৪) উপসচিব, প্রশাসন শাখা-৩, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
৫) উপ-পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), উপ-পরিচালক এর দপ্তর(ভৌত পরিকল্পনা/গবেষনা ও সমন্বয়), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৬) সিনিয়র প্ল্যানার , সিলেট আঞ্চলিক অফিস, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট
৭) সিনিয়র প্ল্যানার , খুলনা আঞ্চলিক অফিস, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, খুলনা
৮) সিনিয়র প্ল্যানার, টাউন প্লানিং, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
৯) সিনিয়র প্ল্যানার , বরিশাল আঞ্চলিক অফিস, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, বরিশাল
১০) সিনিয়র প্ল্যানার , কক্সবাজার আঞ্চলিক অফিস, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, কক্সবাজার
১১) সিনিয়র প্ল্যানার (অতিরিক্ত দায়িত্ব), রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজশাহী
১২) প্ল্যানার, ট্রেনিং এন্ড ডকুমেন্টেশন সেল, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর ((পত্রটি ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হল)
১৩) প্রশাসনিক কর্মকর্তা, প্রশাসন শাখা, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

২৮-১০-২০২১
মোঃ সাইফুর রহমান
প্ল্যানার ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা

তথ্য চাওযার আবেদন ফরমসমুহ এবং প্রয়োজনীয় ফীসমুহ

ফরম 'ক'

তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র

[তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালার বিধি-৩ দ্রষ্টব্য অনুসরণে]

বরাবর

--------------------------------- (নাম ও পদবী)

ও

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,

-------------------- (দপ্তরের নাম ও ঠিকানা)

১. আবেদনকারীর নাম : ---------------------------------

আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয় পত্রের নাম্বার : ---------------------------------

পিতার নাম : ---------------------------------

মাতার নাম : ---------------------------------

বর্তমান ঠিকানা : ---------------------------------

স্থায়ী ঠিকানা : ---------------------------------

ফ্যাক্স, ই-মেইল, টেলিফোন ও মোবাইল নম্বর (যদি থাকে) : ---------------------------------

২. কি ধরনের তথ্য* (প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করুন) : ---------------------------------

৩. কোন পদ্ধতিতে তথ্য পাইতে আগ্রহী (ছাপানো/ফটোকপি/:লিখিত /ই-মেই/ফ্যাক্স/সিডি অথবা অন্য কোনো পদ্ধতি) : ---------------------------------

৪. তথ্য প্রদানকারীর নাম ও ঠিকানা : ---------------------------------

৫. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর নাম ও ঠিকানা : ---------------------------------

আবেদনের তারিখ --------------- : আবেদনকারীর স্বাক্ষর

* তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্ত সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর ৮ ধারা অনুযায়ী তথ্যের মূল্য পরিশোধযোগ্য।

তথ্য চাওযার আবেদন ফরমসমুহ……চলমান

তথ্য সরবরাহে অপারগতার নোটিশ (ফরম 'খ')

ফরম 'খ'
[তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা ২০০৯ বিধি-৫ দ্রষ্টব্য অনুসরণে]
তথ্য সরবরাহে অপারগতার নোটিশ

আবেদনপত্রের সূত্র নম্বর: তারিখ: ----------------------

প্রতি
আবেদনকারীর নাম : --
ঠিকানা : --

বিষয়: তথ্য সরবরাহে অপরাগতা সম্পর্কে অবহিতকরণ।

প্রিয় মহোদয়,
আপনার ------------------------------ তারিখের আবেদনের ভিত্তিতে প্রার্থীত তথ্য নিম্নোক্ত কারণে সরবরাহ করা সম্ভব হল না, যথা:

১. --।
২. --।
৩. --।

(-----------------স্বাক্ষর------------------)
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম
পদবি
দাপ্তরিক সীল

তথ্য চাওযার আবেদন ফরমসমুহ……চলমান

আপিল আবেদন ফরম (ফরম 'গ')

ফরম 'গ'

আপিল আবেদন

[তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালার বিধি-৬ দ্রষ্টব্য অনুসরণে]

বরাবর

---------------------- (নাম ও পদবি)

ও

আপিল কর্তৃপক্ষ

----------------------- (দপ্তরের নাম ও ঠিকানা)

১.	আপিলকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ)	: ------------------------------
২.	যে আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হয়েছে তার কপি (যদি থাকে)	: ------------------------------
৩.	যে আদেশের বিরুদ্ধে তার নামসহ আদেশের বিবরণ (যদি থাকে)	: ------------------------------
৪.	আপিলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	: ------------------------------
৫.	আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হওয়ার কারণ (সংক্ষিপ্ত বিবরণ)	: ------------------------------
৬.	প্রার্থীত প্রতিকারের যুক্তি/ভিত্তি	: ------------------------------
৭.	আপিলকারী কর্তৃক প্রত্যয়ন	: ------------------------------
৮.	অন্য কোনো তথ্য আপিল কর্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থাপনের জন্য আপিলকারী ইচ্ছা পোষণ করেন	: ------------------------------

আবেদনের তারিখ: আবেদনকারী স্বাক্ষর

তথ্য চাওযার আবেদন ফরমসমুহ……চলমান

তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়েরর নির্ধারিত ফরম (ফরম 'ঙ')

ফরম 'ঙ'

অভিযোগ দায়ের ফরম

[তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিস্পত্তি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালার ৩(১) দ্রষ্টব্য]

বরাবর
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন
এফ-৪ আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।

অভিযোগ নং--।

১. আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ)	: ------------------------------------।
২. অভিযোগ দাখিলের তারিখ	: ------------------------------------।
৩. যার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে তাঁর নাম ও ঠিকানা	: ------------------------------------।
৪. অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (প্রয়োজনে আলাদা কাগজ সংযোজন করা যাবে)	: ------------------------------------।
৫. সংক্ষুব্ধতার কারণ (যদি কোনো আদেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হয় সে ক্ষেত্রে তার কপি সংযুক্ত করতে হবে)	: ------------------------------------।
৬. প্রার্থিত প্রতিকার ও তার যৌক্তিকতা	: ------------------------------------।
৭. অভিযোগে উল্লিখিত বক্তব্যের সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের বর্ণনা (কপি সংযুক্ত করতে হবে)	: ------------------------------------।

সত্য পাঠ

আমি/আমরা এই মর্মে হলফপূর্বক ঘোষণা করছি যে, এই অভিযোগে বর্ণিত অভিযোগসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

সত্যপাঠকারী স্বাক্ষর

তথ্য চাওযার প্রয়োজনীয় ফীসমুহ

তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি এবং তথ্যের মুল্য নির্ধারণ ফি (ফরম 'ঘ')

ফরম 'ঘ'
{বিধি ৮ দ্রষ্টব্য অনুসরণে}
তথ্য প্রাপ্তির ফি এবং তথ্যের মুল্য নির্ধারন ফি

তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে নিম্ন টেবিলের কলাম (২) এ উল্লিখিত তথ্যের জন্য তার বিপরীতে কলাম (৩) এ উল্লিখিত হারে ক্ষেত্রমত তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি এবং তথ্যের মূল্য পরিশোধযোগ্য হবে, যথা:-

০১	০২	০৩
ক্রমিক	তথ্যের বিবরণ	তথ্যের বিবরণ তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি/তথ্যের মূল্য
১।	লিখিত কোনো ডকুমেন্টের কপি সরবরাহের জন্য (ম্যাপ, নকশা, ছবি, কম্পিউটার প্রিন্টারসহ)	এ-৪ ও এ-৩ মাপের কাগজের ক্ষেত্রে প্রতি পৃষ্ঠা ২ (দুই) টাকা হারে এবং তদূর্ধ্ব সাইজের কাগজের ক্ষেত্রে প্রকৃত মূল্য।
২।	ডিস্ক, সিডি ইত্যাদিতে তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে	(১) আবেদনকারী কর্তৃক ডিস্ক, সিডি ইত্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে বিনা মূল্যে; (২) তথ্য সরবরাহকারী কর্তৃক ডিস্ক, সিডি ইত্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে তার প্রকৃত মূল্য।
৩।	কোনো আইন বা সরকারি বিধান বা নির্দেশনা অনুযায়ী কাউকে সরবরাহকৃত তথ্যের ক্ষেত্রে	প্রকাশনায় নির্ধারিত মূল্য।
৪।	মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয়যোগ্য প্রকাশনার ক্ষেত্রে	বিনামূল্যে।

বিঃদ্রঃ নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রয়োজনে যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে সময় এবং ফি পুনঃনির্ধারণ করতে পারবে।

তথ্য চাওযার প্রয়োজনীয় ফীসমুহ….চলমান

ছক-১: অধিদপ্তরের সিটিজেন্স চার্টার অনুসারে তথ্য প্রাপ্তির পদ্ধতি এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ ফি

ক্রমিক	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তি স্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পদবী, ফোন, ই-মেইল
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	প্রনয়নকৃত জেলা/উপজেলা/পৌরসভা শহরের ল্যান্ড ইউজ/মাস্টার প্ল্যান প্রদান (পুরাতন)	আবেদনকারীর দরখাস্ত অনুমোদনের পর অধিদপ্তরের হিসাব খাতে চালান কোড (১-৩২৫৫-০০০০-২৩৬৮১) এর মাধ্যমে ৫০০/- টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে মাস্টার প্ল্যানের কপি প্রদান	১। পরিচালক বরাবর দরখাস্ত ২। ট্রেজারী চালান	৫০০/- (পাঁচশত) টাকার ট্রেজারী চালান	ত্রিশ দিন	সমাজ বিজ্ঞানী ফোন: [illegible] sociologist@udd.gov.bd shafiq_sociologistudd@yahoo.com
২	ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ফর কক্সবাজার টাউন এন্ড সী বিচ আপ টু টেকনাফ প্রকল্পের আওতায় মাস্টার প্ল্যান রিপোর্ট প্রদান।	আবেদনকারীর দরখাস্ত অনুমোদনের পর অধিদপ্তরের হিসাব খাতে চালান কোড (১-৩২৫৫-০০০০-২৩৬৮১) এর মাধ্যমে ৩০০০/- টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে মাস্টার প্ল্যানের কপি প্রদান	১। পরিচালক বরাবর দরখাস্ত ২। ট্রেজারী চালান	৩০০০/- (তিন হাজার) টাকার ট্রেজারী চালান	ত্রিশ দিন	সমাজ বিজ্ঞানী ফোন: [illegible] sociologist@udd.gov.bd shafiq_sociologistudd@yahoo.com
৩	ঢাকার প্ল্যান আরবান প্ল্যান এন্ড ডিটেইলড এরিয়া প্ল্যান ফর সিলেট ডিভিশনাল টাউন প্রকল্পের আওতায় মাস্টার প্ল্যান রিপোর্ট প্রদান	আবেদনকারীর দরখাস্ত অনুমোদনের পর অধিদপ্তরের হিসাব খাতে চালান কোড (১-৩২৫৫-০০০০-২৩৬৮১) এর মাধ্যমে ২০০০/- টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে মাস্টার প্ল্যানের কপি প্রদান	১। পরিচালক বরাবর দরখাস্ত ২। ট্রেজারী চালান	২০০০/- (দুই হাজার) টাকার ট্রেজারী চালান	ত্রিশ দিন	সমাজ বিজ্ঞানী ফোন: [illegible] sociologist@udd.gov.bd shafiq_sociologistudd@yahoo.com

তথ্য চাওয়ার প্রয়োজনীয় ফীসমুহ....চলমান

ক্রমিক	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তি স্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পদবী, ফোন, ই-মেইল
৪	স্ট্রাকচার প্ল্যান আরবান প্ল্যান এন্ড ডিটেইলড এরিয়া প্ল্যান ফর বরিশাল ডিভিশনাল টাউন প্রকল্পের আওতায় মাস্টার প্ল্যান রিপোর্ট প্রদান (তিন খণ্ড)	আবেদনকারীর দরখাস্ত অনুমোদনের পর অধিদপ্তরের হিসাব খাতে চালান কোড (১-৩২৩১-০০০০-২০৬৬) এর মাধ্যমে ৩০০০/- টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে মাস্টার প্ল্যানের কপি প্রদান	১। পরিচালক বরাবর দরখাস্ত ২। ট্রেজারী চালান	৩০০০/- (তিন হাজার) টাকার ট্রেজারী চালান	ত্রিশ দিন	সমাজ বিজ্ঞানী ফোন:+৮৮০২ ৯৫৭৭১৯২ sociologist@udd.gov.bd shafiq_sociologistudd@yahoo.com
৫	স্ট্রাকচার প্ল্যান এন্ড এ্যাকশন এরিয়া প্ল্যান ফর মাদারিপুর উপজেলা, মাদারিপুর ডিসট্রিক্ট প্রকল্পের আওতায় মাস্টার প্ল্যান রিপোর্ট প্রদান	আবেদনকারীর দরখাস্ত অনুমোদনের পর অধিদপ্তরের হিসাব খাতে চালান কোড (১-৩২৩১-০০০০-২০৬৬) এর মাধ্যমে ২০০০/- টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে মাস্টার প্ল্যানের কপি প্রদান	১। পরিচালক বরাবর দরখাস্ত ২। ট্রেজারী চালান	২০০০/- (দুই হাজার) টাকার ট্রেজারী চালান	ত্রিশ দিন	সমাজ বিজ্ঞানী ফোন:+৮৮০২ ৯৫৭৭১৯২ sociologist@udd.gov.bd shafiq_sociologistudd@yahoo.com
৬	স্ট্রাকচার প্ল্যান এন্ড এ্যাকশন এরিয়া প্ল্যান ফর রাজৈর উপজেলা, মাদারিপুর ডিসট্রিক্ট প্রকল্পের আওতায় মাস্টার প্ল্যান রিপোর্ট প্রদান	আবেদনকারীর দরখাস্ত অনুমোদনের পর অধিদপ্তরের হিসাব খাতে চালান কোড (১-৩২৩১-০০০০-২০৬৬) এর মাধ্যমে ২০০০/- টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে মাস্টার প্ল্যানের কপি প্রদান	১। পরিচালক বরাবর দরখাস্ত ২। ট্রেজারী চালান	২০০০/- (দুই হাজার) টাকার ট্রেজারী চালান	ত্রিশ দিন	সমাজ বিজ্ঞানী ফোন:+৮৮০২ ৯৫৭৭১৯২ sociologist@udd.gov.bd shafiq_sociologistudd@yahoo.com
৭	দপ্তরের ওয়েব সাইটে মাস্টার প্ল্যান, পরিকল্পনা সংক্রান্ত গবেষণা ও তথ্যাদি, নোটিশ ইত্যাদি উপস্থাপন	ওয়েব সাইটের মাধ্যমে সেবা প্রদান	দপ্তরের ওয়েব সাইট	বিনামূল্যে	সব সময়	সিনিয়র প্ল্যানার (আরবান প্ল্যানিং) ফোন:+৮৮০২ ৯৫১৫০৩৮ [illegible]@udd.gov.bd maqsud07@gmail.com

অনলাইনে তথ্য না প্রাপ্তিতে অভিযোগ দাখিল/অনলাইন ট্র্যাকিং

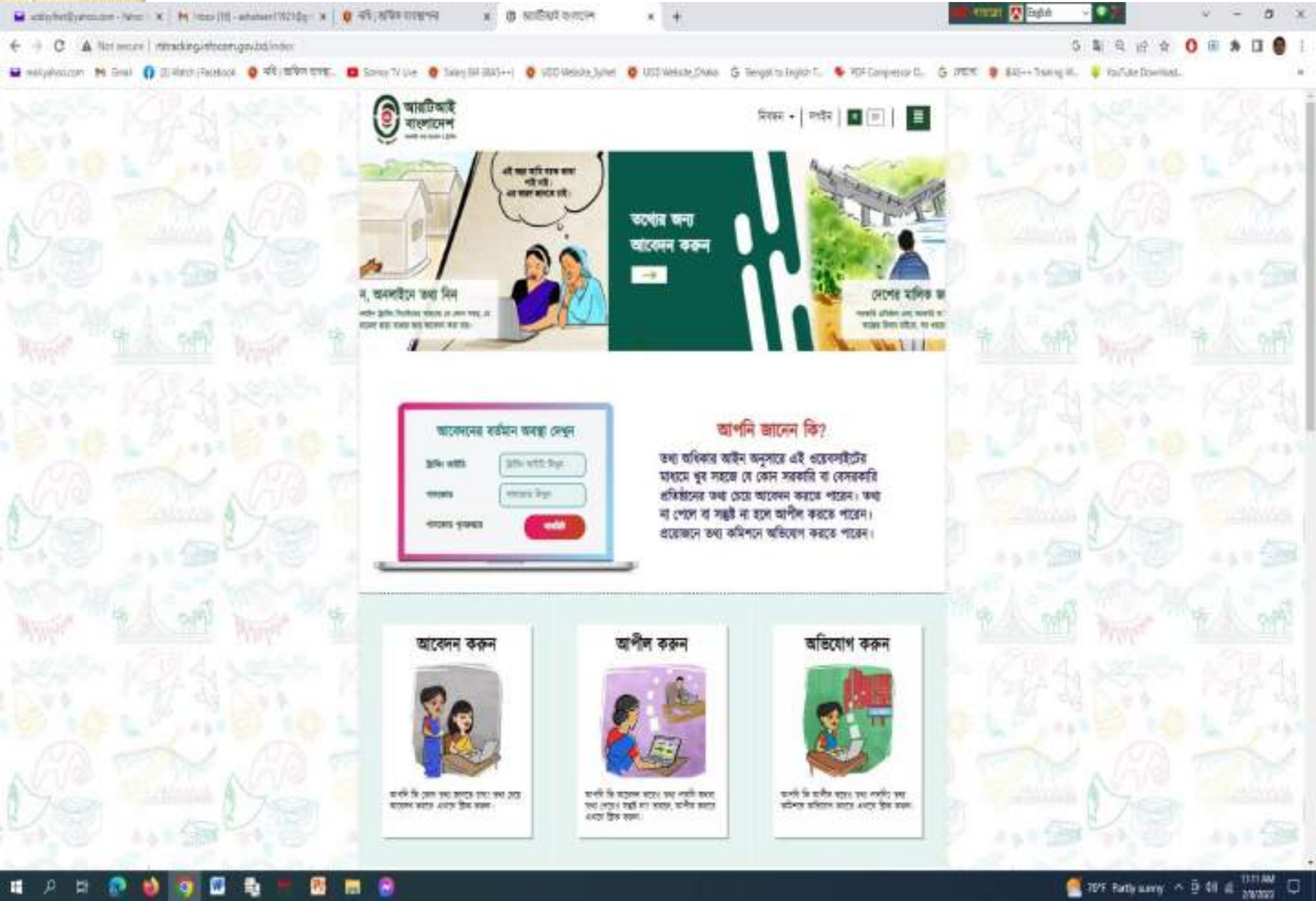

অনলাইনে তথ্য না প্রাপ্তিতে অভিযোগ দাখিল/অনলাইন ট্র্যাকিং...চলমান

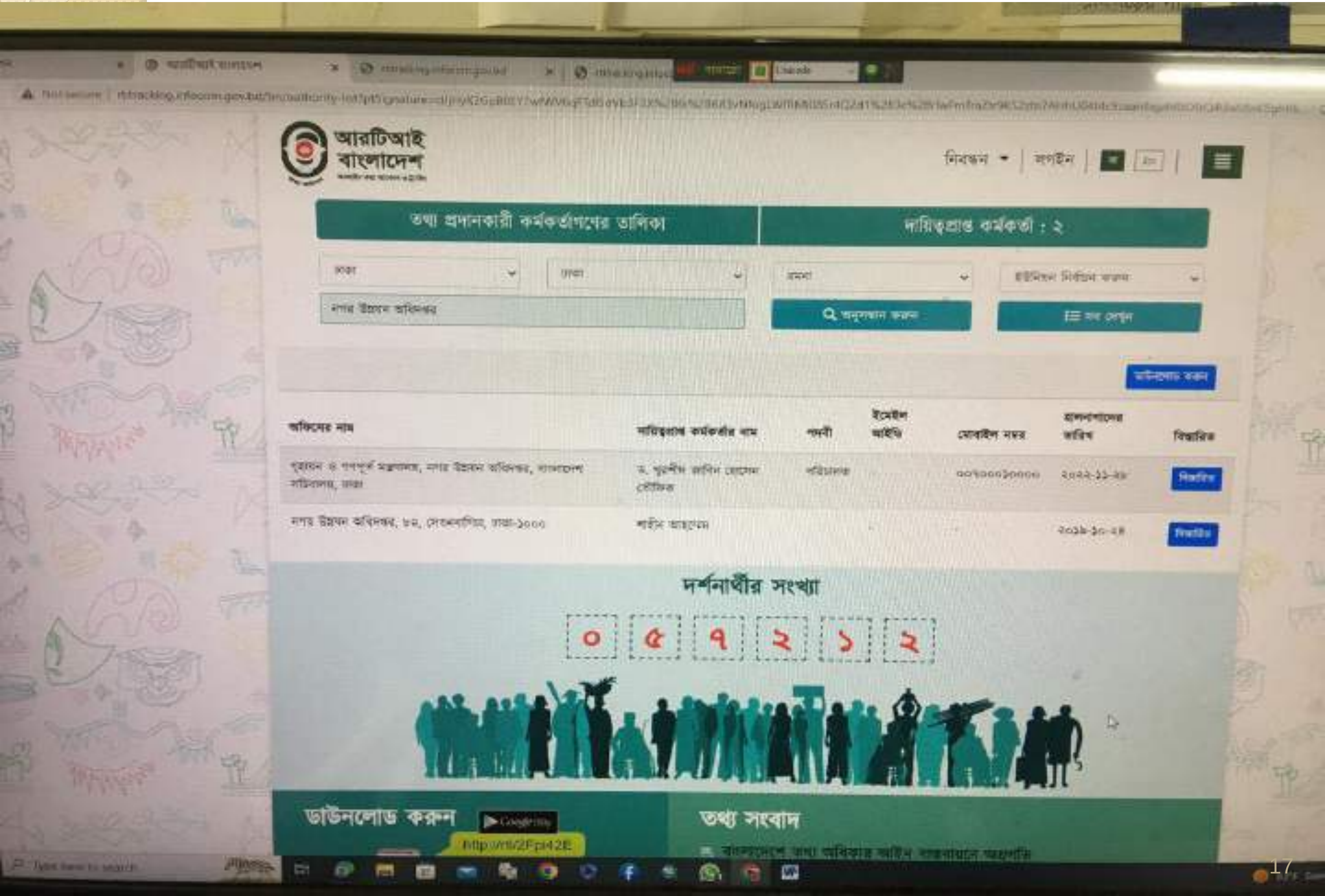

কোন কোন তথ্য দেয়া বাধ্যতামূলক নয়

২।: চাহিদার ভিত্তিতে প্রদানযোগ্য তথ্যের তালিকা

নিম্ন-লিখিত তথ্যসমূহ জনগণের চাহিদার ভিত্তিতে প্রদান করা হবে-

- স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশিত সকল তথ্য
- বিভিন্ন নীতি
- নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের বাজেট
- আর্থিক তথ্য, যেমন-আয়/ব্যয়সংক্রান্ত হিসেব বিবরণী
- অডিট রিপোর্ট (জবাবসহ)
- প্রকল্পের ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য
- ক্রয়সংক্রান্ত তথ্য (সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর)
- উপকারভোগীর তালিকা
- নিয়োগ বদলির আদেশ
- দেশে বা বিদেশ ভ্রমণসংক্রান্ত তথ্যাদি
- প্রদান বাধ্যতামূলক নয়, এমন তথ্য ব্যতীত অন্য সকল তথ্য।

৩। প্রদান বাধ্যতামূলক নয়, এমন তথ্যের তালিকা

নিম্নলিখিত তথ্য সমূহ প্রদান ও প্রকাশ করতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য থাকবে না-

- তথ্য প্রকাশিত হলে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ হতে পারে এরূপ তথ্য;
- আদালতে বিচারাধীন কোন বিষয় অথবা যা প্রকাশে আদালত বা ট্রাইব্যুনালের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে অথবা যার প্রকাশ আদালত অবমাননার শামিল এরূপ তথ্য;
- তদন্তাধীন কোনো বিষয় যার প্রকাশ তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটাতে পারে এরূপ তথ্য;
- কোনো ক্রয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে বা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা এর কার্যক্রম সংক্রান্ত কোনো তথ্য;
- আইন দ্বারা সংরক্ষিত কোনো ব্যক্তি গোপনীয় তথ্য;
- নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন পত্র বা পরীক্ষায় প্রদত্ত নম্বর সম্পর্কিত আগাম তথ্য;
- কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে কোন তৃতীয় পক্ষের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এরূপ বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক অন্তর্নিহিত গোপনীয়তা বিষয়ক, কপিরাইট বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ (Intellectual Property Right) সম্পর্কিত তথ্য;
- কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হতে পারে বা অপরাধ বৃদ্ধি পেতে পারে এরূপ তথ্য;
- কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে বা বিচারাধীন মামলার সুষ্ঠ বিচার কার্য ব্যাহত হতে পারে এরূপ তথ্য;
- কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ হতে পারে এরূপ তথ্য
- কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে কোনো ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হতে পারে এরূপ তথ্য;
- আইন অনুসারে কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এরূপ তথ্য;
- এ ছাড়াও তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯; তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯, গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর প্রকাশনার "কতিপয় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়" অনুচ্ছেদে বর্ণিত তথ্যসমূহ।

প্রশ্ন??????????

THANKS for listening……

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
সিলেট আঞ্চলিক অফিস, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট
সিনিয়র প্ল্যানার এর কার্যালয়
সিলেট সিটি কর্পোরেশন ভবন (পুরাতন), ৫ম তলা, তোপখানা,
সিলেট

স্মারক নম্বর: ২৫.৪৫.৯১৬২.১০৩.২২.০০২.২০.৩৬১

তারিখ: ২৮ চৈত্র ১৪২৯
১১ এপ্রিল ২০২৩

বিষয়: নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক অফিসের তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর আওতায় তথ্য পাওয়ার আবেদন ফরম সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন (এপ্রিল, ২০২৩) প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: ...

যথাযথ সম্মান পূর্বক উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক অফিসের তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর আওতায় তথ্য পাওয়ার আবেদন ফরম সম্পর্কিত (রিফ্রেসার্স কোর্স) প্রশিক্ষণ প্রতিবেদনটি (এপ্রিল, ২০২৩) সদয় পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

Shaheen Ahmed
১১-০৪-২০২৩
জনাব শাহীন আহম্মেদ
সিনিয়র প্ল্যানার

পরিচালক, পরিচালক এর দপ্তর, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর।

স্মারক নম্বর: ২৫.৪৫.৯১৬২.১০৩.২২.০০২.২০.৩৬১/১ (১২)

তারিখ: ২৮ চৈত্র ১৪২৯
১১ এপ্রিল ২০২৩

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। অফিস, কপি।;
২। উপ-পরিচালক, উপ-পরিচালক এর দপ্তর(ভৌত পরিকল্পণা), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর;
৩। উপ-পরিচালক, উপ-পরিচালক এর দপ্তর(গবেষণা ও সমন্বয়), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর;
৪। সিনিয়র প্ল্যানার , সিনিয়র প্ল্যানার এর কার্যালয়, সিলেট আঞ্চলিক অফিস, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট;
৫। সিনিয়র প্ল্যানার, রিজিওনাল প্লানিং, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর;
৬। সিনিয়র প্ল্যানার, টাউন প্লানিং, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর;
৭। প্ল্যানার, থানা সেন্টার প্লানিং-২, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর;
৮। প্ল্যানার, রিজিওনাল প্লানিং, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর;

৯। প্ল্যানার, ট্রেনিং এন্ড ডকুমেন্টেশন সেল, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর;

১০। সহকারী প্ল্যানার, টাউন প্লানিং, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর;

১১। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, হিসাব শাখা, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং

১২। প্রশাসনিক কর্মকর্তা, প্রশাসন শাখা, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর।

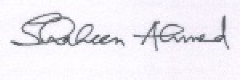

১১-০৪-২০২৩
জনাব শাহীন আহম্মেদ
সিনিয়র প্ল্যানার

সকল সংযুক্তিসমূহ:

(১) তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা এর প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন-এপ্রিল ২০২৩

তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ আওতায় প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের বিষয়ঃ তথ্য পাওয়ার আবেদন ফরম সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ (রিফ্রেসার্স কোর্স)।

সময়ঃ সকাল ৯.৩০ ঘটিকা হতে দুপুর ১.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত (০৪ ঘন্টা ব্যাপী)

তারিখঃ ১০/০৪/২০২৩খ্রি:

প্রশিক্ষণের সারাংশ:

(ক) সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত অংশঃ সিনিয়র প্ল্যানার, সিলেট নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক অফিস এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২৩ এর আওতাধীন তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর ১.৬.১ তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের আওতায় অত্র প্রশিক্ষণটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে মর্মে প্রশিক্ষণার্থীদের অবহিত করেন। তিনি জানান যে, অত্র প্রশিক্ষণটি বিগত অর্থবৎসরে প্রদত্ত প্রশিক্ষণের ১টি রিফ্রেসার্স কোর্স। তিনি জানান যে, বাংলাদেশের সংবিধান জনগনকে যে কোন সংস্থার কাছ থেকে তথ্য পাওয়ার ক্ষমতা দিয়েছে। তিনি বলেন যে, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ আইন হচ্ছে জনগনের আইন যা জনগণ নিজে প্রয়োগ করতে পারে। তিনি তথ্য অধিকার আইন এর বিশেষত্ব; তথ্য প্রদান কেন দরকার; তথ্য বলতে কি বোঝায়; কোনগুলো তথ্য নয়; কারা তথ্য দিতে বাধ্য ইত্যাদি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। জনগন কিভাবে তথ্য পাবে সে পদ্ধতি সম্পর্কে তথ্য অধিকার-২০০৯ এর আলোকে ব্যাখ্যা করেন। তিনি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ফর্ম বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করেন । তিনি তথ্য পাওয়ার মুল্য সম্পর্কেও ধারনা দেন। তিনি তথ্য প্রাপ্তির ফরম একজন নিরক্ষর লোকের পক্ষেও যে অন্য কেউ পুরণ করতে পারে সে সম্পর্কেও জানান। সিনিয়র প্ল্যানার প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। তিনি অত্র প্রশিক্ষণের কন্টেন্ট তৈরীর জন্য ইনফরমেশন অফিসার, পিআইডি, খুলনা এবং পরিচালক, জেলা তথ্য অফিস, রাজশাহীর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অত্র প্রশিক্ষনের পিপিটি টি সিলেট আঞ্চলিক অফিসের তথ্য বাতায়নের তথ্য অধিকার আইন সেবাবক্সের বিবিধ/ প্রশিক্ষণ লিংকে আপলোড করা আছে বলেও প্রশিক্ষণার্থীদের অবহিত করেন।

(খ) প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত/প্রতিক্রিয়াঃ প্রশিক্ষণটি দপ্তরে কোন তথ্যের জন্য আসা জনগনকে তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগীতা করার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রশিক্ষণার্থীরা মত প্রকাশ করেন।

(গ) শাখা প্রধানের বক্তব্যঃ এ ট্রেনিং এর মাধ্যমে তথ্য প্রদানের আবেদন ফর্ম সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন।

Shaheen Ahmed 10/04/2023

(শাহীন আহম্মেদ)
সিনিয়র প্ল্যানার ও প্রশিক্ষক
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট।
ফোন: ০২৯৯-৬৬৩৬৬৩৩, ০২৪১১-০০২৫১

উপস্থিতি তালিকাঃ

প্রশিক্ষণের বিষয়ঃ তথ্য পাওয়ার আবেদন ফরম সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ (রিফ্রেসার্স কোর্স)।

সময়ঃ সকাল ৯:৩০ ঘটিকা হতে দুপুর ১:৩০ ঘটিকা পর্যন্ত (০৪ ঘন্টা ব্যাপী)

তারিখঃ ১০/০৪/২০২৩ খ্রি:

প্রশিক্ষণ প্রদানকারীর নাম ও পদবী: জনাব শাহীন আহম্মেদ, সিনিয়র প্ল্যানার

ক্র. নং	নাম	পদবী	প্রশিক্ষণার্থীর স্বাক্ষর ও তারিখ
১।	জনাব বাদশা মিয়া	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	বাদশা মিয়া ১০/৪/২০২৩
২।	জনাব মোঃ নূরুজ্জামান ভুইয়া	রেখাকার	[signature] ১০/০৪/২০২৩
৩।	জনাব মোঃ রুবেল হোসেন	সার্ভেয়ার	[signature] ১০/০৪/২০২৩

Shaheen Ahmed 10/04/2023

(শাহীন আহম্মেদ)
সিনিয়র প্ল্যানার
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট

Attachment: 08

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
সিলেট আঞ্চলিক অফিস, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট
সিনিয়র প্ল্যানার এর কার্যালয়
সিলেট সিটি কর্পোরেশন ভবন (৫ম তলা), তোপখানা, সিলেট

স্মারক নম্বর: ২৫.৪৫.৯১৬২.১০৩.২২.০০২.২০.৪০৪

তারিখ: ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
১১ জুন ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (এপ্রিল-জুন, ২০২৩) প্রেরণ প্রসঙ্গে।

যথাযথ সম্মান পূর্বক উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২৩ অনুসারে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক অফিসের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (এপ্রিল-জুন, ২০২৩) সদয় পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

Shaheen Ahmed
১১-০৬-২০২৩
জনাব শাহীন আহম্মেদ
সিনিয়র প্ল্যানার

পরিচালক, পরিচালক এর দপ্তর, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর।

স্মারক নম্বর: ২৫.৪৫.৯১৬২.১০৩.২২.০০২.২০.৪০৪/১ (৮)

তারিখ: ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
১১ জুন ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। উপ-পরিচালক, উপ-পরিচালক এর দপ্তর(ভৌত পরিকল্পণা), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর;
২। উপ-পরিচালক, উপ-পরিচালক এর দপ্তর(গবেষণা ও সমন্বয়), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর;
৩। সিনিয়র প্ল্যানার, সিনিয়র প্ল্যানার এর কার্যালয়, সিলেট আঞ্চলিক অফিস, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট;
৪। সিনিয়র প্ল্যানার, থানা সেন্টার প্লানিং-২, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর;
৫। সহকারী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী(সার্ভে), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর;
৬। সিনিয়র প্ল্যানার, টাউন প্লানিং, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর;
৭। প্রশাসনিক কর্মকর্তা, প্রশাসন শাখা, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর এবং
৮। অফিস, কপি।।

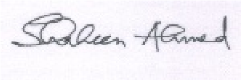

১১-০৬-২০২৩
জনাব শাহীন আহম্মেদ
সিনিয়র প্ল্যানার

সকল সংযুক্তিসমূহ:

(১) তথ্য অধিকার ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন-(এপ্রিল - জুন-২০২৩)

সিলেট আঞ্চলিক অফিসের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২৩ অনুসারে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিলেট আঞ্চলিক অফিসের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (এপ্রিল-জুন, ২০২৩)

ক্র: নং	কর্তৃপক্ষের নাম	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ফরমেট অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা	তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নিস্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা	অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ও উক্তি সিদ্ধান্ত গ্রহনের কারন	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিলের সংখ্যা	আপিল নিস্পত্তির সংখ্যা	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সংখ্যা	তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা ২০০৯ এর বিধি ৮ অনুযায়ী তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমান	কর্তৃপক্ষের কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১.	নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট	০ (শুন্য)	০ (শুন্য)	০ (শূন্য)	০ (শুন্য)	০ (শুন্য)	০ (শুন্য)	০ (শুন্য)	তথ্য বাতায়নে সিলেট আঞ্চলিক অফিসের ওয়েবসাইট (www. udd.sylhet.gov.bd) এ তথ্য অধিকার আইন সেবাবক্সে তথ্য পাওয়ার নির্দেশিকা, তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা, মাসিক প্রতিবেদনসমূহ এবং আবেদন ফর্ম সংযুক্ত করা আছে। তাছাড়া দপ্তরে চলমান বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্যাবলী নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে। সিলেট আঞ্চলিক অফিসের ফেইসবুক পেজ (https://www.facebook.com/profile.php?id=100014352750771) খোলা হয়েছে যাতে অত্র অফিসের সচিত্র কার্যক্রম সর্বসাধারনের অবগতির জন্যও প্রতিনিয়ত আপলোড হচ্ছে।	এপ্রিল ২০২৩ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত তথ্য চেয়ে কোন আবেদন জমা পড়েনি।

Shaheen Ahmed 11/06/2023

(শাহীন আহম্মেদ)
সিনিয়র প্ল্যানার
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট